নবিজি ﷺ

যাঁর আদর্শে বিমোহিত পৃথিবী

বই	**নবিজি সা. : যাঁর আদর্শে বিমোহিত পৃথিবী**
লেখক	ড. রাগিব সারজানি
ভাষান্তর	আবদুন নুর সিরাজি, আম্মার মাহমুদ, মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন
সম্পাদনা	নেসারুদ্দীন রুম্মান
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান, মুহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

নবিজি ﷺ

যাঁর আদর্শে বিমোহিত পৃথিবী

ড. রাগিব সারজানি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

সিরাতপ্রেমিক শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুহতারাম
শাইখুল হাদিস আল্লামা কাজি ফজলুল করিম
সাহেবের নেক হায়াত কামনায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের সামাজিক পরিচয়টা গড়ে ওঠে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভর করে। মানবজীবনের সীমাহীন চাহিদা পূরণে অর্থের প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বেশি। কিন্তু শুধুই অর্থ জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে না।

সামাজিক সম্পর্ক আর গ্রহণযোগ্যতাই জীবনের প্রয়োজন পূরণে মূল নির্ণায়ক উপাদান। আর মানুষের সামাজিক অবস্থানটা তৈরি হয় এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে।

অর্থ-বিত্ত জীবনের জৌলুসকে যতটা না বৃদ্ধি করে, তার থেকে হাজার গুণ বৃদ্ধি করে জীবনের যন্ত্রণা আর হাহাকারকে; পক্ষান্তরে চারিত্রিক মধুময়তা অমৃততুল্য—যা জীবনকে অনাবিল শান্তির পথে পরিচালিত করে। তাই বলা যায়, উত্তম চরিত্রই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আর যাঁর চরিত্রের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সুরা কলাম, আয়াত : ৪]

তিনি আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর চরিত্র এত উন্নত ছিল, কোনো উচ্চতাই তাঁর সমতুল্য নয়, হতে পারারও নয়। অর্থ ও মর্মগতভাবে সত্যিকারার্থেই তিনি ছিলেন মানুষ শব্দের পূর্ণ ধারক। বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাঁর নবুওয়্যাত ও রিসালাতের জন্য এমন মানুষকে নির্বাচন করেন, যাঁরা খাইরুল বাশার—শ্রেষ্ঠ মানব :—যাঁরা জ্ঞানে সবচেয়ে

পূর্ণ, প্রাণে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী; আত্মায় সবচেয়ে জ্যোতির্ময় আর দায়িত্বভার-বহনে সবচেয়ে সততাবান। কারণ, নবিগণ (সবার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নির্বাচিত। সেমতে আমাদের নবি মুহাম্মদ এমন এক উচ্চচূড় মিনার, জাহালাতের তিমির তমসায় উদ্ভ্রান্ত প্রতিটি মানুষ যা দেখে পথ খুঁজে পায়। তাঁর চরিত্র অনাগাল পাহাড়ের উঁচু, আর লেনদেন পাশ দিয়ে বয়ে-চলা এক স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সলিলা যেন।

নবিজীবনের শৈশব-কৈশোর-যৌবন-পরিণত কাল, নবুওয়্যাত-পূর্ববর্তী জীবন-সমরজীবন-রাজনৈতিক জীবন-পিতৃজীবন-দাম্পত্যজীবন, নারীর অধিকার, শিশুর অধিকার, গোলামের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, মানুষের অধিকার, অন্যান্য প্রাণীর অধিকার নিয়ে রচিত এক অনবদ্য গ্রন্থনাই— *'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : যাঁর আদর্শে বিমোহিত পৃথিবী'*।

বইটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় আবদুন নুর সিরাজি, আম্মার মাহমুদ ও শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন। তিনজনই তাদের কাজে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

নিরীক্ষণ তথা অনুবাদ আরবির (মূল বইয়ের) সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কঠিন কাজটি করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন ও প্রিয় মাহদি হাসান। আল্লাহর কাছে তাদেরও উত্তম বিনিময় কামনা করি।

অবশেষে যার হাতের ছোঁয়া না পেলে হয়তো কাজটি এত সুন্দর হতো না—অনেক অপূর্ণতা থেকে যেত, তিনি নেসারুদ্দীন রুম্মান। যিনি একাধারে কবি, সম্পাদক ও সমালোচক। ভাষা-সম্পাদনার কঠিন কাজটি তিনিই করেছেন। আল্লাহ তাকেও জাযায়ে খায়ের দান করুন।

প্রিয় পাঠক, রাসুলের সিরাত প্রকাশ করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ—নির্ভুল করে প্রকাশ করা তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক। আমরা সে জায়গা থেকে নির্ভুল ও সুন্দর করতে চেষ্টায় কোনোরূপ ত্রুটি করিনি। তথাপি যদি কোনো ভুল বা অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। আমরা অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২৯ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানু সাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম—আম্মা বাআদ।

যে দশটি বই মাত্র পড়েছে, তার দিকে তাকালে অনেক বই পড়েছি। আবার যে কখনো অনুবাদ করেনি দশটি পাতাও, তাকে বিবেচনায় নিলে করেছি অনেক অনুবাদ। এই যে পড়া আর লেখার খতিয়ান, সেখানে সিরাত-বিষয়ক পাঠ থাকলেও উল্লেখযোগ্য লেখালেখির কাজ একেবারেই ছিল না।

সিরাতের সেসব বই পড়তে পড়তে 'একটি সিরাতগ্রন্থ যদি লিখতে পারতাম'—এমন আকাঙ্ক্ষা মনে জেগে উঠত; লেখালেখির এই কাজে জড়িত বলেই হয়তো যা কিছু সুন্দর, মনোরম আর মুগ্ধকর, তা নিজেও লেখার আকুলিবিকুলি মনে ঘুরে বেড়াত। মন তো আর যোগ্যতার হিসাব কষে স্বপ্ন দেখে না!

বিশ্বাসী মুসলিমদের কেউ লেখালেখির সাথে রয়েছেন, আর ভাবেন না, রাসুলকে নিয়ে কিছু লিখবেন, এমন তো হয় না। আমিও যুগান্তরব্যাপী হৃদয়গত সে ঐক্য-পরম্পরার একজন। আর এ আকাঙ্ক্ষাটুকুও হৃদয়ে জেগে থাকে মহা কঠিন পরজীবনের দিকে তাকিয়ে। এর বদৌলতে যদি মিলে যায় নাজাত, মুক্তির অনড় সুপারিশ যদি জুটে যায় নসিবে—এমন অনুকম্পিত প্রত্যাশায়।

আকাঙ্ক্ষা আর প্রার্থনার মিলন ঘটিয়ে বসেছিলাম। আমাদের কাজ তো তা-ই। যা চাই, পাব কি পাব না, জানি না; কিন্তু আশায় ভর করে ভিখের হাত তুলে থাকি।

একদিন এই মহাসৌভাগ্য কপাল করে পেলাম—একটি বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থের অনুবাদের প্রস্তাবনা! মন খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠল—হা রহমান, এত ভালোবাসলে...

মনের সে গোপন আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা অনুবাদের কাজে নিয়োগ করলাম। জানি, নানা সীমাবদ্ধতা, নানা অভাবের বিঘ্নতা আমার কাজে ও যোগ্যতায়; তবু যা পারি, তা নিবেদনে কমতি করিনি।

আমরা এগোতে থাকি, ভাবি—এগিয়ে যাব; কিন্তু অদৃশ্যের কলকাঠি যিনি নাড়েন, তাঁর ভাবনা তো জানি না! অনুবাদকর্মের মধ্যেই অজস্র অনুপেক্ষ দায়িত্বের জোয়াল কাঁধ বেয়ে ওঠে; ওদিকে অনুবাদ ফেলে রাখলে এ কাজ শেষ করার সময়সীমা পার হয়ে আরও অজস্র সময় গড়িয়ে যাবে! অগত্যা ও অবশেষে এ মহতি অনুবাদকর্মের সৌভাগ্যের ভাগ পান আম্মার মাহমুদ ও মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন ভাই। কাজটি শেষ করে আমাকে তারা অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

সত্যিই আল্লাহর প্রিয় আর নববি আদর্শে উদ্দীপিত হওয়ার মতোই একটি গ্রন্থ 'اسوة للعالمين-উসওয়াতুল লিল আলামিন'। গ্রন্থটি রচনা করেছেন বিশ্বনন্দিত গবেষক, ইতিহাসবিদ ও আলোচক ডক্টর রাগিব সারজানি। আল্লাহ তাআলা তাকে ইহকালে-পরকালে সফলতার উচ্চ শিখরে সমাসীন করুন। আমিন।

নবিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি অধ্যায় এ গ্রন্থে উঠে এসেছে আবেগভরা শব্দে, মমতাভরা বাক্যে, প্রমাণসমৃদ্ধ সূত্রে আর ভালোবাসাপূর্ণ কথামালায়। কী নেই এ গ্রন্থটিতে? নবিজির শৈশব-কৈশোর-যৌবন-পরিণতকাল, নবুওয়্যাতপূর্ববর্তী জীবন-সমরজীবন-রাজনৈতিক জীবন-পিতৃজীবন-দাম্পত্যজীবন, নারীর অধিকার-শিশুর অধিকার-গোলামের অধিকার-শ্রমিকের অধিকার-মানুষের অধিকার-অন্যান্য প্রাণির অধিকারসহ মানব-জীবনের অপরিহার্য সকল বিষয়ে নববি আদর্শ কী, তা অভূতপূর্ব বিবরণে ও বহুরৈখিক বিন্যাসে উঠে এসেছে এ বইয়ে।

গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতর হয়েছে এর প্রামাণ্য-নির্ভরতায়। একদিকে এতে যেমন কুরআন-সুন্নাহর দলিল রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে মুসলিম্ম উম্মাহর স্মরণীয়-বরণীয় মহান ব্যক্তিদের মন্তব্য; আরেকদিকে নিষ্ঠাবান অমুসলিম মনীষীদের ইনসাফগ্রাহ্য মূল্যায়ন বইটিকে আরও সর্ব ও মর্মময় করে তুলেছে।

মোটকথা, সার্বিক দিক থেকে গ্রন্থটির অস্তিত্ব মজবুত কাঠামোর ভরে নির্মিত। গ্রন্থটির কোনো কথা উপেক্ষা, অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সম্মানিত লেখকের ইখলাসের বদৌলতে বইটির পাঠে ঈমানেও দীপ্তি ফোটে, আল-হামদুলিল্লাহ।

সুপ্রিয় পাঠক, হৃদয়ের মাধুরী আর ভালোবাসার সমর্পণ নিয়ে গ্রন্থটি পাঠ করুন। দেখবেন—ঠোঁট কাঁপছে, চোখে ভর করেছে নোনা পানির ঝিলিক। এ বই পড়ে ভুল পথে ফিরে-থাকা জীবনের মোড় আরেকবার ফিরিয়ে নিতে মন চাইবে রাসুলের উসওয়ায়—ইনশাআল্লাহ।

আমাদের এ কাজের যা কিছু ভালো, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা অসুন্দর, তা কেবলই আমাদের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার কারণে। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে নিজের অনুগ্রহে বই-লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উভয়কালীন সফলতার অসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

—আবদুন নুর সিরাজি
প্রিন্সিপাল : নুরুল উলুম মাদরাসা
নুরানী মোড়, বগুড়া

কে যে দিলো এই গোলাপের কাঁটা

ভাষা-মুখরিত তোমার পাখায় সব সাগরের অশ্রুজল...

—ফররুখ আহমদ

পুরো সৃষ্টিলোককে এক দিঘলনয়না শোভন মুখের অবয়বে দেখি। সে-সুন্দর-সুশ্রী মুখে থেমে আছে হাজার যুগের ভাষা—ভাষার অজস্র পরিকাঠামোস্থ ছাঁদ। সে-মুখের চোখে মুগ্ধতা—মুগ্ধতা-মোড়ানো অসহায়ত্ব; বিপুল দেখার অভিজ্ঞতার পরও তার দৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়েছে বিমূঢ় অসহায়ত্বের হানা। এই জড়িমা-জড়ানো সত্তা নতমুখ তোমার ভাষার সামনে; আনন-আনত ভঙ্গিমায় তার সাত জনমের ব্রীড়া—চোখে জল ও কাজলের বাড়াবাড়ি! এই যে বিরাট বিশ্বের নিরত বিব্রত হৃদয়—এই যে কুণ্ঠিত তার বুকের চাতাল—এই যে বিরতিলয় জৈবনিক পরাজয় তার জীবনে-জীবনে : বলো তো এ-ব্যথার কথা বোঝাবো কাকে?

আমি তো রাসুল, এ-বিশাল সৃষ্টির এক অণুবিন্দু কেবল। আমার ঘরের লোক—আমি যাদের রক্তেরই অন্ত্যজ, যারা আমার হৃদয়ের সব থেকে পাশাপাশি, যারা ভাবে—তাদের মতো কেউ নয় আমার আপন ও সুচেনা, তারাও তো জানে না—আমি কোথায় হারিয়ে আছি! অজস্র কথার ভিড়ে আমি-যে বলার মতো ইকটু কথা খুঁজে মরছি, তা আমার আলজিভও জানে না : আমি তোমার কথা বলবো কাকে...

আমার দৃষ্টি ও দ্রষ্টব্যের সকল সৌন্দর্যে, আমার ভাব্য ও অনুভব্যের সকল দেয়ালে, আমার শ্রুতি ও শ্রাব্যের প্রতিটি গলিপথে তুমি-যে ত্রিকালভোলানো এক সুর হয়ে দাঁড়িয়ে আছো—সে তো এক অসহ্যকর

বিভাষাতীত ব্যথার বিষয়; আমি সেই সুর ধরে হারিয়ে যাচ্ছি—আমাকে কেউ ফেরাচ্ছে না; আমার জাড্যজড়িত পায়ের তলায় কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে অগুনতি মারবেলের ঝাঁক—আমি শুধুই হারিয়ে যাচ্ছি : এ-বড় অব্যক্ত প্রেম হে—বলবো কাকে...

❁❁❁

আমের বউল হয়ে আমার বুকে আছেন আমার দুঃখের রসূল...

—আবিদ আজাদ

যখন কিছুই লিখতে পারি না—লেখা যেন কোথাও আটকে পড়েছে ঝোঁপঝাড়ে আটকে-পড়া পাখির মতো, কোনো-সে বাধার মুখে যখন মনে হয়, লিখতেই জানি না যেন—শিখেছি, তখন এই ব্যর্থতাটুকুই লিখে ফেলতে হয়; কলম ও কিবোর্ডে লিখে যেতে হয় লিখতে না-পারার অক্ষমতার কথা। কয়েকটি নিশুতি রাত, সুমসাম শীতের সকাল আর নিরুপদ্রব দুপুর কেটে গেলেও যখন কিছুই লেখার পেলাম না—এমনকি একটি শব্দও, তখন একবার মনে হলো : কিছু একটা লিখতেই হবে, তেমন তো কোনো কথা নেই—থাক...

মনে-মনে সে-কথা বললেও জনে-জনে এ-অক্ষমতা কবুল করা তো সহজ কথা নয়! দায়িত্ব ও সংবেদনার কোনো-একটি যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন দায়িত্বের অপরিহার্য জোয়ালেই কাঁধ পেতে দিতে হয়; কেননা, ব্যক্তির দায়িত্বের সংশ্লেষে থাকে অনেক মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার দাবি—সংবেদনা তো ব্যক্তির শুধুই হৃদয়ের ব্যাপার। মহানুভব এক মহামানবের জীবন জুড়েও দেখি, এমন দায়িত্ব আর সংবেদনার ছড়াছড়ি; সেখানেও তিনি দায়িত্বকে মুখ্য করেছেন, সংবেদনা তাঁর একার বিষয়। জানতে পারি :—এ-ই তাঁর উসওয়া—জীবনদর্শন—মহাজীবনের ধারা।

এক সকালে তাই বেরিয়ে পড়লাম প্রকৃতিতে; নিশ্চয়ই লেখা খোঁজার জন্য নয়, না-লিখতে পারাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও নয়, এমন এক জন্যে, যে-জন্যতা লিখতে গিয়ে চোখ করকর করে ওঠে—গলায় দমকে ওঠে এক-না-বোঝা অনুভবের গমক। তারপর প্রকৃতিতে নেমে—দোলনচাঁপার মাংসে বুনো গন্ধ পেয়ে আমার বুক ছলছল করে উঠলো, রঙ্গনফুলের গায়ে দেখলাম—চিকচিক করছে শিশির, একটি পথফলের গুটি হাতে ধরতেই দেখি, সাপের ফণার মতো ছড়িয়ে গেলো; আনন্দ হলো, হৃদয় শিশু হয়ে দৌড় দিলো খোলা মাঠটায়—যেখানে সবেমাত্র টানিয়ে দেওয়া হয়েছে মিঠে রোদের গুঁড়ো। এইসব সুন্দর দেখতে-দেখতে মন ক্লান্ত হয়ে পড়লো; ঘর-থেকে-পথে-নেমে-পড়া এক

সিঁড়িতে বসে ক্লান্তি কাটাতে লাগলাম; যা দেখলাম, যা নয়নের সমুখে, তা নিয়ে তখন ভাবছি না—ভাবছি অন্য কিছু...

আমি প্রকৃতিঘেঁষা নই; কিন্তু যখনই একা দেখতে হয় :—আকাশ বৃষ্টি ও মেঘমালা, শাল্মলি পাতার ফাঁক থেকে বের-হওয়া ছড়ানো-ছিটানো আলোর কর, থম-মেরে-থাকা দুপুর, শেষ বিকেলের লম্বমান তারে কোনো সঙ্গহীন বিহঙ্গ, নিস্তব্ধ-শান্ত শীতের পুকুরে হঠাৎ একটি মাছের ঘাই—তখন কেনবা যেন মনে হয় আর হতেই থাকে : এ-জীবন এক মহাজীবনের সাথে যুক্ত, এ-জীবন সে-মহাজীবনের পথে চলে যাওয়া শুধু, এ-জীবনের আয়না জুড়ে কাঁপছে এক মহাজীবনের অনুধ্যান...

❁❁❁

> হে মুহাম্মাদ! আপনার সুশীতল হাত নেই, আইনুন নাদিম নেই, পূর্ণিমার মতো তাবাসসুম চৌদ্দশো বছর আগেই সমাহিত হয়েছে সবুজ গম্বুজতলে; নষ্টমুখীদের জায়গা দেওয়ার মতো কেউ নেই, প্রিয় মুহাম্মাদ...
>
> —মীর হাবীব আল-মানজুর

দুই মহিলা ফুল তুলতে-তুলতে এদিক এলেন—ইকটু অদূরে কুণ্ঠিত ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ানো; জিগেশ করলাম, 'কিছু বলবেন?' বললেন, 'ফুল নিমু...।' 'আচ্ছা আচ্ছা, ন্যান'—বলে ইকটু সরে দাঁড়ালাম; কেন ফুল নিচ্ছে, সেটা জানতে মন চাইলো; জিগেশ করলে—ফুল ছেঁড়ায় মনোযোগী থেকেই—জানালেন, 'ফুজার ফুল! আমগো গোফাল আছে তো!'

তারা চলে গেলেন; তাদের যাওয়ার পথ শূন্য পড়ে আছে। সে-পথে তাকিয়ে মেহেককে বললাম—ভাবতে পারো, এই সাত-সকালে পুজোর ফুল নিতে চলে এসেছে দুটি মেয়েলোক—বিশ্বাস কী জিনিস! বিশ্বাস বুঝেছো—একটি সম্পর্ক, একটি পরম্পরা, একটি বোঝাপড়া এবং এর সব কটির সম্মিলিত অভিযাত্রা। সম্পর্কটি যদি একবার তৈরি হয়ে যায়, অনেক দূরত্ব, যুগ আর বাধার ব্যবধানের পরও সব কিছু ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে—যেমন এই সাত-সকালের পুজোর ফুল আর ছুরি-বেঁধা কনকনে ঠান্ডা পানিতে মুয়াজ্জিনের উজুর পানি; যদিও সাদৃশ্যে এক হলেও দুইয়ের মহিমা, সত্যতা, মর্যাদা কিবা মার্গ এক নয়, কিন্তু বিশ্বাসের শ্যামল-প্রান্তে দাঁড়ানো মানুষগুলোর হৃদয় এমনই ভালোবাসার কোনো অকুণ্ঠ প্রাণনাতেই উদ্দীপিত থাকে, এ-বাস্তবতাও অবান্তর নয়। কত কঠিন কাজ বলো তো—আমাদের রাসুল এসেছিলেন বিশ্বাসের এই ভুল ভালোবাসা ভেঙে দিতে! শুনতে-শুনতে মেহেককে খুব দিশেহারা দেখায়...

রাসুলের কাজ সম্পর্কে ভাবলেই আমার মনেও আঁধার ঘনিয়ে আসে; এত নরম, মহানুভব আর প্রেমময় এই লোকটাকে কী কঠিন এক কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো! ভাবতে গিয়ে ভাবতে পারি না—আরও একা আর বিপন্ন হয়ে পড়ি। একজন মানুষের বিশ্বাস, যা হাজার দিনের সুষমা-যত্ন আর ভালোবাসায় আগলানো, সেটার বিরুদ্ধেই তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া! বুক ও মুখের স্বীকারোক্তিতে সে-বিশ্বাসকে বাতিল ঘোষণা করে এক মহা-মহীয়ান বিশ্বাসের জয়গান গাওয়া! অথচ এর নেপথ্যে যিনি, মুহাম্মদ—রাসুলুল্লাহ, তিনি এ-সব করে, তারপরও কোনো হিংস্র-উগ্র-প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ নন, বরং সত্যের প্রতি তাঁর এমন নির্দ্বিধ-অকপট-অনুপেক্ষ আহুতি যেন তাঁকে আরও-আরও দীপিত ও মহান করে তুলছে—আরও সীমানাহীন সীমার দিগন্তে উৎকীর্ণ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব; এই ব্যক্তিত্বের অনাগাল মোহন দ্যুতি আমি আর কোথাও খুঁজে পাই না—কারও মাঝেই আমি ফুটে উঠতে দেখি না তাঁর স্নিগ্ধ-শমিত—রুদ্র-ব্যথিত—মায়াবী-প্রযত মানবিক প্রতিরূপ; তাঁকে ভাবতে-ভাবতে আমি হয়রান হয়ে যাই...

❁❁❁

> পথের উপর নুয়ে ছিল গাছের একটি ডাল। মদিনায় ঢুকতে, মুহম্মদ এইখানে এসে এই গাছের কাছটা, মাথা নিচু করেই পেরুতেন। তার সঙ্গীরাও অনুসরণ করতেন তাকে। কেউ ভুলেও ভাবেন নি ডালটি কেটে ফেলার কথা।
>
> কিন্তু মুহম্মদের মৃত্যুর পর একদিন গোটা গাছই ভেঙে পড়ল। ভীষণ এক মরুঝড়ে। তারপরও সাহাবিরা যতবার যেতেন ঐ পথ দিয়ে, মাথা নিচু করে যেতেন।
>
> পৃথিবীর সব পথের ধারে গাছ নেই। নেই ছায়াবীথি। আছে তবু ডালপালা দিয়ে আকাশ-ছোঁয়া কিছু বিটপী-বটের স্মৃতি। চলেছে সবাই, আপন মনে, একটু হেলে, খানিকটা মাথা নিচু ক'রে...
>
> —সোহেল হাসান গালিব

এক আশ্চর্য পৃথিবী তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সেই যে তাঁর মহান তেইশ বছরের নবুওত—তাঁর জীবদ্দশাতেই যে-আদর্শে দীক্ষিত ও প্রাণপাতে অকুণ্ঠ লক্ষাধিক মানুষ—এই পুরো তেইশ বছরে ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যের সমস্ত মানবকুলের জন্য তৈরি হয় এক অনুপেক্ষ ও অনিবার্য আদর্শ। তত্ত্বীয় মহানতায় পর্যবসিত কোনো রূপকথার আদর্শ নয়, এমন কোনো আদর্শ নয়—যা সংসারীকে পথে নামিয়ে দেবে, ব্যবসায়ীর পায়ে ঠেলে দেবে বৈরাগ্যের রাস্তা; জ্ঞানপিপাসুকে ধরে নিয়ে বসাবে ধ্যানস্থ গুহায়, কবির

কলমে টেনে দেবে শুষ্কতা; দয়িতার লাস্য প্রেম ও মাংস হারাম করে দেবে আর বহির্জগত থেকে কোনো আঁধারে করবে অন্তরীণ—এমন কোনো জীবনবিমুখ আচার-বিচারে তাঁর মঙ্গলময় আদর্শ হাঁটেনি; তাঁর আদর্শ নৈমিত্তিক মানবাচারে ঋদ্ধ, তাঁর জীবনদর্শন যাপনগত সকল পাপ ও পুণ্যকে স্বীকৃতি দেয়—বাতলায় : কোথায় জীবনের মোক্ষ! মানবপৃথিবীতে যা চলমান, যা প্রাচীন, যা ঐতিহ্য, যা জীবনধারায় ব্যাপ্ত বহু কাল ধরে—সব কিছুকে উৎখাত করে না তাঁর উসওয়া, শুধু ভুল ও অনুচিতকে ফুলের উচিতে ভরিয়ে তুলতে বলে; তাই দেখা গেছে, মাত্র তেইশ বছরে মানবসভ্যতার এক বৃহৎ কাফেলা শুধু তাঁর অনুসর কিবা অনুকরই নন—তাঁর জন্য জীবন সমর্পণে প্রস্তুত! এ-যাবৎ এমন কোনো আদর্শবাদী গোষ্ঠীর পত্তন দেখা যায়নি, যার প্রধান-প্রধান অনুসারীবৃন্দও এত অধিক রকম আলোচিত ও সমালোচিত।

❁❁❁

একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্য গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে...

—শঙ্খ ঘোষ

এই বইয়ের সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে কিছুই না-লিখতে পেরে বারবার হয়রান হয়ে উঠছিলাম। একসময় বুঝলাম—এই হয়রানি থেকেই শুরু করতে হবে; না-হলে রাসুললগ্ন এই অব্যাখ্যাত সংবেদনা কাটিয়েও ওঠা যাবে না, কাউকে বোঝাতেও পারবো না কিছু; অগত্যা তাই এভাবেই শুরু করা। রচনা তো অনেক রকম! তার কোনো এক রকমে ফেলে পাঠক বা বোদ্ধা, কেউই একে অমার্জনীয়তার কাতারে ফেলবেন না, এমনকি চোখা নজরেও দেখতে চাইবেন না, সে-আহ্লাদিত আকাঙ্ক্ষাটুকু মনে ধরে রইলাম...

একদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বই-বাজারের দুই সহকর্মীর সাথে কথা বলছিলাম। কথাচ্ছলে উঠে এলো—অমুক বইটি আমার সম্পাদনা-করা। জানতেই এক বন্ধু চোখা হয়ে বলে উঠলেন, 'ওটা আপনার করা! আমিও তো ওটাতে কত কাজ করে দিলাম!' বন্ধুটির কথায় শ্লেষ আর ব্যক্তি-কৌতুকের যে-আঁচ ছিলো, কথায় তা তিনি উহ্য রাখতে অক্ষম হয়েছিলেন। মনে-মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি সে-শ্লেষ বা কৌতুকে গা না-করে বলেছিলাম, 'আমি বইটির সম্পাদনায় সহকারী হিশেবে ছিলাম, আপনার জানা থাকার কথা;

এও জানা থাকার কথা, বইটির চূড়ান্ত সম্পাদনা বা এর দায় ও দায়িত্ব—কোনোটিই আমার নয়।' যে-কথাটি বলিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বলতে পারতাম, তা হলো—'আপনি-যে বললেন, 'আমিও তো কত কাজ করে দিলাম', এখন সে-বইয়ের নতুন সংস্করণে যদি আরও ক-কুড়ি কাজ যোগ হয় আর নতুন কোনো পার্শ্ব-সম্পাদক যদি আপনার প্রতি এভাবে চোখা আর তীর্যক হয়ে ওঠেন, আপনি কি 'অনেক কাজ করে দেওয়া'-বাবদে পুরো বইয়ের সম্পাদনার দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন কিবা অন্তত এমন চোখা ও তীর্যক মন্তব্যের লায়েক নিজেকে ভাববেন!'

ঘটনাটি বললাম এ-জন্য নয়—বন্ধুটির কথা আমার গায়ে লেগেছিলো; কত কথাই তো লোকে নানান তরফে বলে, সব নিয়ে তো বলি না! বললাম এ-জন্য—খোদ সম্পাদনার কাজে যুক্ত মানুষজনের মানসিকতাই সম্পাদনার সাথে আত্মীয়সুলভ নয়—বৈরিতা ও বিভেদপূর্ণ! পাঠকের কথা তো ছেড়েই দিলাম!

বলছি না—এর সব কিছু সচেতনভাবেই ঘটছে; সম্পন্ন ও সজাগ কোনো মানুষ জেনে-বুঝে—সামগ্রিকভাবে ঝুঁকির, স্বপ্রণোদিত হয়ে এমন কাজ করেন, এ-অযাচিত ধারণায় নিজেকে বদ্ধ দেখতে আমি রাজি নই; কিন্তু কথাটি হলো এই—আমার সুধারণার ভরসা করে সম্পাদনা-সম্পর্কিত—অবচেতন কিবা অপ্রত্যাশিত—অবান্তর ধারণা ও চিন্তারাজি তো থেমে থাকছে না; বরং বলা চলে : 'মানুষ নেতিপ্রবণ'—এই স্বভাবধর্মের হুকুম মেনে সম্পাদনা নিয়েও বাজারে ও পাঠকের মনোপরিবেশে বহু অমূলক ও নেতিবাচক ধারণা গড়ে উঠছে এবং তা একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ-সবে আবদ্ধ করে ফেলছে; কাজেই কেজো কথার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেছে, উজিয়ে উঠেছে অনেক বাজে কথার রমরমা; বইয়ের বাজার বলি বা পাঠকের অনেক রকম শ্রেণি—এই দুই নিয়েই তো বই-ইন্ডাস্ট্রির বৃহত্তম সংসার—আমাদের সুন্দর এ-অজস্র কথার ভুবনে সৌন্দর্য আর পরিপাট্য ধরে রাখতে হলে এ-সব অকেজো ও অবান্তর ধারণার আশু-নিষ্পত্তি জরুরি হয়ে পড়েছে; আশা করে থাকবো—এ-সবের অবসান ঘটবে...

প্রিয় পাঠক, ভাববেন না, বন্ধুটিকে আমি একহাত দেখে নিলাম! সে-দিন ঘটনাটি ঘটার পর তাকে আমি ফোন করে একদিন জানালাম—তার একটি কাজে আমি কষ্ট পেয়েছি; শুনে বন্ধুটি রে-রে করে কুণ্ঠিত ও অসহায় হয়ে পড়লেন, জানতে উদগ্রীব হলেন—কী সে-ব্যথার বিষয়! সামনাসামনিই তা বিশদ করবো—জানিয়ে ফোনটি রেখে দিলাম। এটুকুতেই সরসর করে আমার মনের সবটুকু মেঘ কেটে গেলো।

কারও ভালো ব্যাপারে আনন্দিত হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারবো, কিন্তু কোনো কথায় দগ্ধ হলে বেদনাটুকু জানাতে পারবো না—নিজেকে অতটা মুখচোরা কিবা বন্ধুদের অতটা দূরের আমি এখনো ভাবি না। সম্পর্ককে সহজ ও চিরকালীন করার এ-সহজ সূত্র আমি কোথা থেকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলাম, মনে পড়ে না; কিন্তু আমার অঙ্গুলিমেয় বন্ধুগণ আমার এ-সূত্রে সহযোগ জুগিয়ে অনেকবার আমার মনের আঁধার দূর করে দিয়েছিলেন বলে হৃদয় তাদের প্রতি দ্রবীভূত হয়ে থাকে। যত দিন আর দূরত্বের ব্যবধানই হোক-না কেন, মনের হাজার অমিল নিয়েও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই-যে প্রাণ খুলে ছড়িয়ে পড়তে পারি, এর আধেকটা কৃতিত্ব তো এ-বন্ধুদেরই; জীবনে-মরণে তাদের অনেক ভালো হোক...

যা-ই হোক পাঠক, এখন তো বুঝতে পারছেন, আমার এই বন্ধুটি আমাকে আহত করার জন্য ও-কথাটি বলেননি। সম্পাদনা-বিষয়ে জনমনে উদ্ভূত কিছু সমস্যার ব্যাপার আপনাদের গোচরে আনার জন্যই ঘটনাটির অবতারণা। আসলে আমরা অনেকেই অবচেতনভাবে নানা নেতিবাচক চক্রে আটকা পড়ে আছি; নিজেদের উন্নয়নের জন্যেই তাই সময়ে-সময়ে নিজেদের অবস্থানটা দূর থেকে পরখ করে নেওয়া জরুরি।

❁❁❁

> লঘুকণ্ঠে আমি অনেকবার এরকম কথা বলেছি যে, লেখাটা কোনো কঠিন কাজ নয়, যে-কেউ লিখতে পারেন; তবে কঠিন হচ্ছে, লেখাটিকে একটি পাঠের অধিক আয়ু দান করা...
>
> —সৈয়দ শামসুল হক

সম্পাদনার প্রসঙ্গে ফিরি। অনালোচিত শিক্ষাবিদ ও বিরল সম্পাদক আবু তাহের মিসবাহ তার সহধর্মিনীর একটি কথায় নিজের সমর্থন জানিয়েছিলেন; কথাটি ছিলো এই : সম্পাদনায় সম্পদ বাড়ে। সম্পাদনা কেন দরকারি—এ-মতো প্রশ্নের মুখোমুখি হলে এরচেয়ে উত্তম আর অবিকল্প জবাব বুঝি আর নেই। তবে কি সম্পাদনা শুধু সম্পদ বাড়ানোর অভিলাষ-মাত্র? না, শুধু তাও তো নয়; সম্পাদনা কখনো বইয়ের সম্পদ বাড়িয়ে তোলা যেমন—তেমনি কখনো এর কাজ শুধু একটি লেখাকে পাঠক-উপযোগী করা, এর স্ব-রূপে একে ফুটিয়ে তোলা, অনেক কাঁটা আর বাহুল্যের আকীর্ণতা থেকে একে মুক্ত করা। সে-মতে বলতে পারি—সম্পাদনাও অনেক রকম।

তবে কি সম্পাদনাই শেষ কথা—লেখার একমাত্র প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রূপ? তাও তো নয়; সম্পাদনা লেখাকে রচনা করে তোলার, ফলবান করে

ওঠানোর একটি সুন্দর আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা-মাত্র, শেষ কথা নয়। সম্পাদনা রচনার প্রসাদগুণ বাড়িয়ে তোলার ছকে-বাঁধা আটুনি একটি, তাতে সর্বৈব-যে রচনার প্রসাদগুণ বেড়েই ওঠে, পূর্ণাঙ্গতা পেয়ে যায়, তা তো নয়—কখনো সম্পাদনা শুধু ইকটু কিছু হয়ে ওঠার অবলীল ও প্রাণান্ত প্রয়াস। তাই, সম্পাদনার পর রয়ে যায় সমালোচনার অবার-অপার ধারা; শিল্পিত ও 'সমালোচনা হওয়া' ছাড়া এর কোনো নির্দিষ্ট বাঁধা গৎ নেই; কাজে-কাজেই রচনা ভালো রচনা আর ভালো রচনা অতি উপাদেয় হয়ে উঠতে পারে সৎ সমালোচনার গুণে; বলি কি, সমালোচনার সার্থকতার ব্যাপ্তি এত অল্পও নয়—বাসকপাতার মতো রাতের আড়ালে রচনার অনেক রোগ সারিয়ে তোলে সমালোচনা।

কোনো রচনা পূর্ণাঙ্গ ও স্মৃতিবহুল হয়ে উঠতে পারে তখনই, যখন এর আশপাশে ভিড় করে ওঠে অজস্র রকমের সমালোচনা। অথচ কী বলবো শোচনার কথা, আমাদের এ-তল্লাটে সমালোচনা এক ব্রাত্য বস্তু! যিনি সমালোচনা করেন, তিনি যেমন কাউকে ব্রাত্য করে তোলার জন্যই সমালোচনা করেন—অনুরূপ যার সমালোচনা হয়, তিনিও ভাবেন, তাকে নিগৃহীত করার জন্যই এ-আয়োজন! অস্বীকার করি না, দুই তরফেই এমন ভাবনায় তাড়িত হওয়ার কিছু উপযোগিতাও রয়েছে; কিন্তু ভাবি—এ-রকম ভাবলে সব ঘটনারই তো অনুঘটক খুঁজে পাওয়া যাবে; তবে সাক্ষর আর নিরক্ষর লোকে তফাত থাকলো কই! এ-জন্যই জ্ঞানীগণ বলেন : কাণ্ডজ্ঞান কালির অক্ষরে মোড়ানো থাকে না—তা থাকে প্রবুদ্ধ মাটির করোটিতে লুকানো।

সে যা হোক, রচনার সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল হক লিখেছেন—

> সমস্ত শাস্ত্রের পেছনেই সমালোচনা আছে, থাকাটা স্বাভাবিক ও জরুরি বলেই আছে; কেননা শাস্ত্রিকের-গ্রাহকের বিচারবোধ আছে—কিন্তু তাবৎ শাস্ত্রসমালোচনার ওপরে সাহিত্যসমালোচনার আলাদা মূল্য আছে। সে এই যে, ঐশী বাণীর গুণালোচনা ঐশী নয়, চিত্রগীতশিল্পের সমালোচনা শিল্প নয়, কিন্তু সাহিত্যের সমালোচনাও সাহিত্য।
>
> চিন্তাশীল পাঠকমাত্রই সমালোচক। তিনি পড়েন, বোঝেন; তারপর, যা পড়েন, তা নিয়ে ভাবেন। লেখকের ভাবনা কি শুদ্ধ? তিনি কি নয়া কোনো কথা বললেন নিত্যবৃত্তের বাইরে, সুন্দর করে? তাঁর বোধে গভীরতা ও স্পষ্টতা কত, ভাষায় শিল্পের সাজ কেমন? চিন্তাশীল পাঠক এদিকটা খেয়াল না করে পারেন না, রুচিশীল পাঠক এগুলি তলিয়ে

দেখেন, রসজ্ঞ পাঠক এসব খুঁটিয়ে পরখ করেন। এ পাঠকই প্রকৃত পাঠক; এবং একই সঙ্গে সমালোচকও, অন্তত তাঁর নিজের কাছে। তিনি জ্ঞানের জন্য পড়েন, বোধের জন্য পড়েন, আনন্দের জন্য পড়েন; সমালোচনায় ইচ্ছেয় নয়—তবু সমালোচনা হয়ে যায়, পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই—কেননা তাঁর রুচি শীলিত, শুদ্ধের সিদ্ধিতে; কেননা তাঁর সত্তা জাগ্রত, সুন্দরের সান্নিধ্যে।

❁❁❁

তুমি, বোঝার আগেই ভাষা
ভাবি, অর্থ কতটুকু...
—হাসান রোবায়েত

সমালোচনার অনুমোদিত এবং স্ব-সীমায় পূর্ণাঙ্গ একটি কর্মক্ষেত্রের নাম সম্পাদনা। মানে, যার কাছে একটি পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয় সম্পাদনার উদ্দেশ্যে, তা কি আসলে সমালোচনার জন্যই দেওয়া হয় না! সমালোচনাই নয় কেবল, সাথে-সাথে এ-জন্যও দেওয়া হয়—সমালোচিত স্থানগুলোতে যেন যথার্থতার প্রয়োগ ঘটে; তাই বলি, রচনার সমালোচনা ও তৎস্থলে যথার্থতার প্রয়োগ—এই দুই মিলে হয়ে ওঠে সম্পাদনা।

এই সম্পাদনার—সংকুচিত অর্থে—সমালোচনার প্রথম অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের বইয়ে! খুব বেশি দিন আগের ব্যাপার নয়—বছর ছয়েক আগের কথা; রবি ঠাকুরের *আমার ছেলেবেলা* পড়ছি; ভূমিকাতেই একটি জায়গায় হড়কে গেলাম। মার্জিন টেনে টুকে রাখলাম একটি মন্তব্য; ইচ্ছে—পরে এ নিয়ে ভাববো। পড়া শেষে ভেবেটেবে একখানা চিঠিই লিখে ফেললাম বিশ্বকবিকে; জানালাম—

ভালো কথা, 'ভূমিকা'-র একটি শব্দপ্রয়োগে বেশ রকম হোঁচট খেয়েছি। 'ভূমিকা'-য় আপনি বললেন না : 'চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে';—এই 'প্রেতলোক' শব্দটিই আমার হড়কে পড়ার জায়গা! 'প্রেতলোক' শব্দটির আগে 'অতীত' শব্দটি দেখে বুঝে নিচ্ছি 'অতীতের প্রেতলোক'—এটি একটি যৌগিক শব্দ। এখানে আপনি অতীতের আঁধারকে, বা বলতে পারি, স্মৃতির ধূসরতাকে তুলনা করলেন 'প্রেতলোক' বলে। কারণ, আমরা জানি, প্রেতলোক—সে এক অন্ধকারের পৃথিবী; কিন্তু প্রশ্নটি আড়মোড়া ভাঙে তখনই, যখন দেখি, আপনি আপনার বাল্যের অতীত-স্মৃতির অন্ধকারময়তাকে 'প্রেতলোক'-এর সাথে তুলনা করেন, উপমা দেন! অবশ্যই শৈশব-স্মৃতি অতীতে লীন হতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে, তাই বলে সে-

> অতীতকে 'প্রেতলোক' কি বলা যেতে পারে?—এই প্রশ্নটি আপনার কাছে করা থাকলো।

এরপর আজ, মহতী ও স্পর্শকাতর এ-গ্রন্থের সম্পাদনায় কর্মোব্যপদেশে যুক্ত। কত কথা বলছি, অথচ কী-যে সংকুচিত আর কম্পমান আমি, কীভাবে বোঝাই! আমার রাসুলের মহাজীবনের ধারা এর প্রতিপাদ্য—আমি বোধহয় খুশি ও বিহ্বলতা মিলে অনেকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

আল্লাহ যেমন সুন্দর, রাসুল যেমন সুন্দর, যেমন ভালোবাসেন তাঁরা সুন্দর—আমি চেয়েছি, তাদের সে-সুন্দর আর সৌন্দর্যের বাঙলা বর্ণনা সুন্দর করে তুলতে। এ করতে গিয়ে রচনাকে নিজের করে তুলিনি, অনুবাদের গন্ধ চাইনি একেবারে মুছে ফেলতে—চেয়েছি যা আছে, তা-ই এক পরিস্রুতির আবহ পাক, এক-রকমের পরিশীলনের পথ ধরে হাঁটুক—এ-টুকুই আমার এখানের কর্তব্য। কী পেরেছি, কী পারিনি, তা দুই মলাটে ধরা থাকলো; রয়ে গেলো পাঠক ও প্রবুদ্ধজনদের অবারিতভাবে—ভালো-মন্দ—বলবার সুযোগ; আমরাও সে-সব দেখবার ও শুনবার অপেক্ষা করে রইলাম।

সম্পাদনা-প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ করি। মহামতি ইমাম শাফেয়ি তার গ্রন্থ *আর-রিসালাহ* আশিবার সম্পাদনা করেন। তারপর শিষ্য মুজানিকে বলেন, 'বুঝলে মুজানি, আল্লাহ নিজ গ্রন্থ ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ বিশুদ্ধতর হওয়ার পথ খোলা রাখেননি।'

❁❁❁

> এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে...
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ড. রাগিব সারজানি রচিত—উসওয়াতুল লিল আলামিন—বইটি রাসুলুল্লাহর মোহন-মহান জীবনাদর্শ সুন্দর ও শীলিত আটঘাটে বিন্যস্ত-করে-তোলা এক মনোরম মলাট। এর বিবরণ সবার নাগালের; এর বিষয়াশয় মুসলিম তো বটেই—বিধর্মীরও; এর তথ্য ও তত্ত্ব-সন্নিবেশনা নিপাট, প্রামাণ্য ও দৃঢ়। এর উপস্থাপনা সর্বত মরমি, প্রেমময় ও আধ্যাত্মিক না-হলেও পূর্ণ বইপাঠে এটি নবি-জীবনের মরমি উপস্থাপনা হিশেবেই আবিষ্কৃত হয়। এর বিন্যাস-উপস্থাপনা সহজ-সরল-জটিলতাহীন মানচিত্রের মতো; যদি বলি, অত্যুক্তি হবে না—এটি নববি জীবনাদর্শের এমন একটি

অনুবাদ-আলেখ্য, যা পড়ে-পড়ে আপনার গোটা জীবন নির্দ্বিধায় পার হয়ে যেতে পারে—কোনো দিন আপনার দীর্ঘশ্বাস জাগবে না...

বইটিতে কীভাবে বিবৃত হয়েছে মহামানবের মহাজীবনের ধারা, লেখক 'যেভাবে সাজানো হয়েছে গ্রন্থটি' শীর্ষক লেখায় তা বিস্তারিত করেছেন। রাসুলের জীবনাদর্শ তুলে ধরতে তিনি যে-সব উৎস ও উপাত্ত থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন, জানিয়েছেন; জানিয়েছেন এ-বিষয়ক অনেক কী কেন ও কারণ।

আরবি-ভাষার বইয়ে অধিক উপযোগী, এমন কিছু বিষয়-সূচি মূল গ্রন্থে রয়েছে; নির্ঘণ্ট আকারে সেগুলোর উপস্থিতি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপক পুনরাবৃত্তিময়; যেহেতু পুরো বইয়েই আমরা পাদটীকা যুক্ত করেছি, তাই মূল গ্রন্থের এই আয়োজন বাঙলা-ভাষার অনুবাদে যুক্ত করে আমরা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করিনি—তাতে বইটি বাঙলাভাষী পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার আরও নাগালে রাখা গেছে।

মূল গ্রন্থবদ্ধ কিছু মানচিত্র আমরা অনুবাদে আনিনি, তাতে স্পষ্টত মানুষ ও প্রাণীর চিত্র দৃশ্যমান থাকায় আমরা এর মুদ্রণে যাইনি সচেতনভাবেই; তবে সূচক-নির্দেশক কিছু চিত্র ও স্থানিক মানচিত্র অনুবাদে ঠিকই যুক্ত করে দিয়েছি।

'যেভাবে সাজানো হয়েছে গ্রন্থটি' শীর্ষক রচনায় পাঠক লক্ষ করবেন, লেখক গ্রন্থে কিছু কবিতা উল্লিখিত হওয়ার কথা বলেছেন (দেখুন—পৃষ্ঠা : ৪২); কিন্তু মূল গ্রন্থের কোথাও আমরা লেখক-ভাষ্য-সমর্থিত কোনো কবিতা বা পঙ্‌ক্তির উল্লেখ পাইনি। আমাদের অনুসন্ধানে পুরো বইয়ে আমরা কয়েকটি-মাত্র পঙ্‌ক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছি; সে-সবের অনুবাদ সজাগ যত্নযোগে বইয়ে সংযুক্ত হয়েছে। আমরা অনুমান করি, মূল গ্রন্থে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনায় এ-কবিতা বা পঙ্‌ক্তিগুলো প্রযুক্ত হয়নি। আরবি-ভাষায় সিরাত-অধ্যয়নচর্চার কোনো নিবিড় পাঠক যদি এ-বইয়ের নতুনতম কোনো সংস্করণ বা ভিন্ন কোনো মুদ্রণে কবিতা বা পঙ্‌ক্তিগুলোর উল্লেখ পান, আমাদের জানাবেন; এ-বইয়ের অন্য কোনো সংস্করণে আমরা তা যুক্ত করে নেবো।

❁❁❁

একটি বইয়ের প্রকাশনায় আমরা যত জন কুশীলবের নাম জানতে পারি, তার বাইরেও অনেক মানুষের সহযোগ ও শুভাকাঙ্ক্ষা নিবিড়ভাবে যুক্ত

থাকে; আড়ালের সে-সব হিতৈষীদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। প্রকাশক, নিরীক্ষক ও অনুবাদকত্রয়ও নিশ্চয়ই তাদের স্ব-স্ব কাজে সে-রকম সহযোগিতা পেয়েছেন; তাদের প্রতিও শুভকামনা। আমি সম্পাদনার কাজে কিছু জটিল জায়গায় ক-জনা সুহৃদের শরণ নিয়েছি; সে-সব জটিলতায় তাদের সহযোগিতা না-পেলে কাজটি স্বস্তিযোগ্য হয়ে উঠত না; এ-বেলা তাই তুহিন খান, আলামিন ফেরদৌস ও আহমাদ সাব্বিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি।

প্রকাশক আবদুল্লাহ খানকে লাগাতার দিন-পাঁচেক সাত-সকালে কাজে বসিয়ে রাত এগারোটায় ঘরমুখো করেছি; নিজের কাজের পাশে কেউ-একজন সাধ্যপ্রতুল সহযোগ নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন, এই অনুভব খুবই মধুর; পরন্তু খোদ প্রকাশককে এ-কাজে ব্রতী করা গেলে তা আরও উপভোগ্য হয় বৈকি! রবিউল আউয়ালের এই মাসে সিরাতলগ্ন একটি কাজে-যে তিনি আমাকে ব্যস্ত-সমস্ত করে তুলেছিলেন আর আমিও প্রাণভরে উপভোগ করেছিলাম অসংখ্য নি-ঘুম দিবস-রজনীর সম্পাদনাকর্ম, অনেক দিন তা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে থাকবে। মঙ্গলময় রহমানের আদর ও প্রীতিতে তার ভাগ বরাদ্দ হোক।

বিষয় ও মর্মে এত সংবেদনশীল বইটি, দূর থেকে নিজেকে এর সম্পাদনায় সংযুক্ত কল্পনা করলেই বিবমিষা জাগে; কিন্তু—রাসুলের সিরাত-বিষয়ক কাজ করার আনন্দ, তাঁর প্রতি ভালোবাসার উদ্বেলতা কিবা জীবিকার পীড়নের আতিশয্য, যা-ই হোক—কোনো কাজ নিয়ে ফেললে আর কী করা যায়! আর যদি হয় এমন মহতী ব্যাপার, তখন কি লোভ ফেরানো যায়! 'ভিখারিদের কি ডাকাত হতে ইচ্ছে করে না, একদিনও?'

পুনশ্চ : বইয়ের যে-কোনা রকমের প্রমাদ, আপত্তি, সমালোচনা আমাদের কাছে—বিশেষত আমাকে জানানোর উপরোধ রইলো।

পুনঃপুনশ্চ : এ-সম্পাদকীয়র বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োগরীতি বইয়ের অনুগামী নয়, আমার নিজস্ব।

—নেসারুদ্দিন রুম্মান
১৬ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি.
nesaruddin207@gmail.com

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ড. রাগিব আস-সারজানি আল-হানাফি। পেশায় মূলত তিনি একজন ডাক্তার। তবে বিশ্বদরবারে তিনি ডাক্তারের তুলনায় একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে, মিশরের গারবিয়্যাহ প্রদেশের মাহাল্লাহ আল-কুবরা'য়। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টি থেকে ইউরো-সার্জারি বিষয়ে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ইসলামের মহান এ দাঈ ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। এরপর ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্স এবং ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের একজন অধ্যাপক। তিনি ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম উলামা পরিষদ, আমেরিকান ট্রাস্ট সোসাইটি ও মিশরের মানবাধিকার শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য। এ ছাড়া মারকাজুল হাজারাহ লিদ-দিরাসাতিত তারিখিয়্যাহ'র চেয়ারম্যান এবং ইতিহাস ও গবেষণা বিষয়ক ওয়েবসাইট ইসলামস্টোরি ডটকমের সম্পাদক।

ইতিহাস ও ইসলামি গবেষণা বিষয়ে এ পর্যন্ত তাঁর ৫৬টি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে—*উসওয়াতুল লিল-আলামিন*। এ ছাড়াও *কিসসাতুত তাতার, কিসসাতু আনদালুস, কিসসাতু তিউনিস, আর-রাহমাহ ফি হায়াতির রাসুল, উম্মাহ লান তামুত, মা জা কাদিমাল মুসলিমুনা লিল-আলাম, কিসসাতুল উলুমিত তিব্বিয়্যাহ ফিল হাজারাতিল ইসলামিয়্যাহ* প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ লেখকের গ্রন্থসমূহ ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনিশ, পর্তুগিজ, ইন্দোনেশীয়, চীনা, রুশ, তুর্কি, ফারসি-সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলায়ও এ পর্যন্ত তাঁর অনেকগুলো বই অনূদিত হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াত ও লেখালেখিতে অবদান রাখার স্বীকৃতিসরূপ তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। এর মধ্যে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরব থেকে সিরাতুন্নবি বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় *আর-রাহমাহ ফি হায়াতির রাসুল* গ্রন্থের জন্য প্রথম পুরস্কার; ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে *মা জা কাদিমাল মুসলিমুনা লিল-আলাম* গ্রন্থের জন্য মিশরের ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের পুরস্কার; ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে *উসওয়াতুল লিল-আলামিন* গ্রন্থের জন্য মিশরের মারকাজুল ইসলামি লিদুআতিত তাওহিদ ওয়াস সুন্নাহস'র পুরস্কার; *আল-মুশতারাকুল ইনসানি* নামক গ্রন্থের দ্বারা ইসলামি সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে বাহরাইনের ইউসুফ বিন আহমাদ কানু পুরস্কার; ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে সুন্নাতে নববি ও ইসলামি শিক্ষা বিষয়ক 'আল-বাইআহ ফিল ইসলাম' শীর্ষক আলোচনার জন্য আমির নায়েফ ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার এবং ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনূদিত *মা জা কাদিমাল মুসলিমুনা লিল-আলাম* গ্রন্থের জন্য শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-গ্রন্থের পুরস্কার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং উম্মাহর জন্য আরও বেশি উপকারী কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ৩৩
যেভাবে সাজানো হয়েছে গ্রন্থটি ৩৭

প্রথম অধ্যায় ৪৫
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন ৪৭

প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৮
নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী ৪৯
প্রথম আলোচনা : নবিজির উত্তম চরিত্র ৫০
দ্বিতীয় আলোচনা : নবিজির সত্যতা ৫৮
তৃতীয় আলোচনা : নবিজির দয়ার্দ্রতা ৬৬
চতুর্থ আলোচনা : নবিজির ইনসাফ ৭৩
পঞ্চম আলোচনা : নবিজির অনুগ্রহ ৮০
ষষ্ঠ আলোচনা : নবিজির বীরত্ব ৮৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৯৭
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার ৯৮
প্রথম আলোচনা: স্ত্রীদের সাথে নবিজির আচার-ব্যবহার ৯৯
দ্বিতীয় আলোচনা : সন্তান ও নাতিদের সাথে নবিজির আচার-ব্যবহার ১০৬
তৃতীয় আলোচনা : সাহাবা কিরামের সাথে নবিজির আচার-ব্যবহার ১১২
চতুর্থ আলোচনা : সৈন্যদের সাথে নবিজির আচার-ব্যবহার ১১৮
পঞ্চম আলোচনা : অচেনা মানুষের সঙ্গে নবিজির আচার-ব্যবহার ১২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৩৩

অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেমন ছিলেন রাসুল ১৩৪
প্রথম আলোচনা : নবিজি সা. ও মানুষের অধিকার ১৩৫
দ্বিতীয় আলোচনা : নবিজি সা. এবং নারীর অধিকার ১৪৩
তৃতীয় আলোচনা : নবিজি সা. এবং শিশুর অধিকার ১৫০
চতুর্থ আলোচনা : নবিজি সা. এবং সেবক ও শ্রমিকের অধিকার ১৫৬
পঞ্চম আলোচনা : নবিজি সা. এবং অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার ১৬২
ষষ্ঠ আলোচনা : এতিম, মিসকিন ও বিধবার অধিকার রক্ষায় নবিজি সা. ১৬৮
সপ্তম আলোচনা : প্রাণীর অধিকার রক্ষায় নবিজি সা. ১৭৩
অষ্টম আলোচনা : পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বনবি সা. ১৮০

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮৭

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাতের দলিলসমূহ ১৮৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯১

চিরস্থায়ী মুজিযা : কুরআন কারিম ১৯২
প্রথম আলোচনা : আভিধানিক ও বাচনিক মুজিযা ১৯৪
দ্বিতীয় আলোচনা : সাংবিধানিক মুজিযা ২১৩
তৃতীয় আলোচনা : বৈজ্ঞানিক মুজিযা ২৩০
চতুর্থ আলোচনা : ঐতিহাসিক মুজিযা ২৪৬
পঞ্চম আলোচনা : গায়েবি মুজিযা ২৫১
ষষ্ঠ আলোচনা : আধ্যাত্মিক মুজিযা ২৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৭১

নবিজির কথাও তাঁর নবুওয়্যাতের দলিল ২৭২
প্রথম আলোচনা : গায়েবি মুজিযা ২৭৩
দ্বিতীয় আলোচনা : বৈজ্ঞানিক মুজিযা ২৮০
তৃতীয় আলোচনা : বাচনিক মুজিযা ২৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৯১

সমস্যার সমাধানে নববি সমাধান ২৯২
প্রথম আলোচনা : সহিংসতা ও সন্ত্রাস নির্মূলে নববি সমাধান ২৯৩
দ্বিতীয় আলোচনা : দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমাধানে নবিজি সা. ৩০৪
তৃতীয় আলোচনা : নেশা ও মাদক নির্মূলে নবজির সমাধান ৩১২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৩২৩
নবিজি সা.-এর জীবনচরিতই তাঁর নবুওয়্যাতের দলিল ৩২৪
প্রথম আলোচনা : নবিজির তপস্যা ৩২৬
দ্বিতীয় আলোচনা : নবিজির ইবাদত ৩৩২
তৃতীয় আলোচনা : নবিজির উম্মাহপ্রেম ৩৩৮
চতুর্থ আলোচনা : নবিজির জীবনের পবিত্রতা ৩৪৪
পঞ্চম আলোচনা : নবিজির অসাক্ষরতা ৩৫২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৩৫৭
প্রাচীন ঐশী গ্রন্থসমূহে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা ৩৫৮
প্রথম আলোচনা : প্রাচীন গ্রন্থসমূহে নবিজির সুসংবাদ ৩৬০
দ্বিতীয় আলোচনা : তাওরাতে নবিজির সুসংবাদ ৩৬৬
তৃতীয় আলোচনা : ইঞ্জিলে নবিজির সুসংবাদ ৩৭৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৩৮৩
নবিজির নবুওয়্যাতের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্যসমূহ ৩৮৪
প্রথম আলোচনা : রাব্বুল আলামিনের সাক্ষ্য ৩৮৫
দ্বিতীয় আলোচনা : সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সাক্ষ্য ৩৯০
তৃতীয় আলোচনা : উম্মুল মুমিনিনদের সাক্ষ্য ৪০০
চতুর্থ আলোচনা : নববি যুগের অমুসলিমদের সাক্ষ্য ৪০৫
পঞ্চম আলোচনা : নিরপেক্ষ পশ্চিমা গবেষকদের সাক্ষ্য ৪১৩
ষষ্ঠ আলোচনা : বাস্তবতার সাক্ষ্য ৪১৮

তৃতীয় অধ্যায় ৪২৩
অমুসলিমদের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ৪২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ ৪২৭
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পূর্ববর্তী রিসালাতসমূহ ৪২৮
প্রথম আলোচনা : রাসুলদের শানে কুরআন কারিমের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৩০
দ্বিতীয় আলোচনা : পূর্ববর্তী রাসুলদের ব্যাপারে নবিজির দৃষ্টিভঙ্গি ৪৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৪৪৩
সন্ধিকালে অমুসলিমদের সাথে নবিজির আচরণ ৪৪৪
প্রথম আলোচনা : মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে নবিজির সদ্ব্যবহার ৪৪৬

দ্বিতীয় আলোচনা : মদিনার সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সঙ্গে নবিজির আচরণ ৪৫৬
তৃতীয় আলোচনা : অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে নবিজির আচরণ ৪৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৭১

অমুসলিমদের সঙ্গে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তিসমূহ ৪৭২
প্রথম আলোচনা : ইহুদিদের সঙ্গে নবিজির চুক্তিসমূহ ৪৭৪
দ্বিতীয় আলোচনা : খ্রিষ্টানদের সঙ্গে নবিজির চুক্তিসমূহ ৪৮৩
তৃতীয় আলোচনা : মুশরিকদের সঙ্গে নবিজির চুক্তিনামা ৪৯২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৫০৭

অমুসলিমদের সাথে নবিজির যুদ্ধসমূহ ৫০৮
প্রথম আলোচনা : যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে নবিজির আচরণ ৫১৩
দ্বিতীয় আলোচনা : যুদ্ধবন্দিদের সাথে নবিজির আচরণ ৫২৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫৪১

ইসলাম ও নবির প্রতি আরোপিত সংশয় ও নিরসন ৫৪২
প্রথম আলোচনা : নবিজি সা. ছিলেন যৌনাচারী ও নারীলোভী (!) ৫৪৩
দ্বিতীয় আলোচনা : সহিংসভাবে ইসলাম প্রচার করা হয়েছে (!) ৫৫০
তৃতীয় আলোচনা : নবিজি সা. দাসত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন (!) ৫৫৬
চতুর্থ আলোচনা : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের থেকে কুরআন নকল করেছেন (!) ৫৬৬
পঞ্চম আলোচনা : বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে নবিজি সা. কর্তৃক
ব্যবসায়ী কাফেলাকে বাধা প্রদান (!) ৫৭৫
ষষ্ঠ আলোচনা : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কর্তৃক ইহুদিদের ওপর জুলুম-সংক্রান্ত বিভ্রান্তি (!) ৫৮২
উদারতাই হলো সাধারণ মূলনীতি ৫৮৩
প্রথম : মদিনার সনদ ৫৮৫
দ্বিতীয় : বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা সৃষ্টি ৫৮৭
তৃতীয় : কী করেছিল বনু কায়নুকা? ৫৮৮
চতুর্থ : কী করেছিল বনু নাজির? ৫৯০
পঞ্চম : কী করেছিল বনু কুরাইজা? ৫৯২
উপসংহার ৫৯৪

বরেণ্য ও অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য ও মূল্যায়নে
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়াসাল্লাম ৫৯৯
ইংরেজ প্রাচ্যবিদ আরনল্ড টোয়েনবি ৫৯৯
ফরাসি লেখক হেনরি ডি ক্যাস্ট্রো ৬০০
রাশিয়ান ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় ৬০০
ইংরেজ প্রাচ্যবিদ টমাস আরনল্ড ৬০০
ভারতীয় নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৬০১
ইংরেজ প্রাচ্যবিদ মনটেগোমারি ওয়াট ৬০১
ইংরেজ প্রাচ্যবিদ বসওয়ার্থ স্মিথ ৬০২
ইতালিয়ান প্রাচ্যবিদ লরা ভেশিয়া ভাগলেরি ৬০২
ফরাসি প্রাচ্যবিদ গোস্তাব লি বোন ৬০২
প্রসিদ্ধ আমেরিকান ইতিহাসবিদ উইল ডুরান্ট ৬০৩
ফরাসি কবি আলফানসো দ্য লে মারটিনি ৬০৩
প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক টমাস কার্লাইল ৬০৩
ইংরেজ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম ম্যুর ৬০৪
সমসাময়িক আমেরিকান বিজ্ঞানী মাইকেল হার্ট ৬০৪
প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক গোথে ৬০৪

ভূমিকা

إن الحمد لله، نحمده ونستعين به، وستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له .

হামদ ও সালাতের পর—আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ রিসালাতের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে মহিমান্বিত করেছেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন বাশির ও নাজির—সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী—রূপে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا

> আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। [সুরা সাবা, আয়াত: ২৮]

মানবজাতিকে আঁধার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য, বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তার রবের দাসত্বের প্রতি পরিচালিত করার জন্য, বিভিন্ন ধর্মের জুলুম থেকে উদ্ধার করে ইসলামের ইনসাফের মাঝে প্রবেশ করানোর জন্য, পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে আজাদ করে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসার জন্য—দুনিয়ার বুকে সরওয়ারে

আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে আগমন। আলহামদুলিল্লাহ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির মুক্তির পথে, সমগ্র জগতের আদর্শ হওয়ার ক্ষেত্রে শতভাগ সফল হয়েছেন।

আল্লাহর রাসুল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন; এর ছায়ায় মানবজাতি নিজের জীবন সুখময় ও সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবে, শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত থাকতে পারবে। এ জীবনাদর্শ রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত মহান উপহার, যা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মাকে নাড়া দেয়, ব্যক্তির আত্মিক ও শারীরিক চাহিদার মাঝে ভারসাম্য বিধান করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার পথের প্রতিটি বিষয়ে এমন অনিবার্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, এমন পবিত্র পন্থা গ্রহণ করছেন, যা আমাদের জীবনচলার পথের প্রতিটি বিষয়ে এবং সম্পর্ক-সভ্যতার আচরণপদ্ধতির ব্যাপারে এক বিশাল ভান্ডার আবিষ্কার করেছে।

প্রকৃত অর্থেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথা, কোনো কাজ মহান চরিত্র থেকে মুক্ত নয়, সর্বোত্তম সভ্যতা থেকে রিক্ত নয়; বরং তিনি মহান চরিত্র এবং উত্তম সভ্যতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অতএব, এ কথা বলা বাহুল্য হবে না—তিনি মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ অনুপম শিখরে আরোহণ করেছেন। তিনি এমন উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন, কার্যকরীভাবে যেখানে আরোহণ করা চারিত্রিক কল্পনার জন্যও দুষ্কর। যেমন : যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিষয়াদি, জালিম ও ফাসিকদের সাথে আচরণপদ্ধতি; মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং তাদের ক্ষতির সুযোগ-সন্ধানীদের সাথে তাঁর কর্মপন্থা; এমনিভাবে বিনয়, নেতৃত্ব, সাথিদের অধিকার প্রদান, প্রতিটি সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠায় উন্নীত। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম পিতা, সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী এবং সর্বোৎকৃষ্ট সাথি। বিষয়টি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা থেকে বুঝতে পারি—

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য।[১]

তাঁর সিরাতের মহত্ত্বের কোনো সীমারেখা নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন—আল্লাহ তাআলার কিতাব কুরআন কারিমে

---

[১] *সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৯২, হাদিসের পাঠ সুনানুল কুবরারই; হাকিম-হাদিস নাম্বার : ৪২২১, তিনি বলেছেন—হাদিসটি মুসলিমের শর্তে সহিহ, তবে তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেননি। ইমাম জাহাবিও অনুরূপ বলেছেন। আল্লামা আলবানিও হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। *সিলসিলাতুস সহিহাহ*, হাদিস নাম্বার : ৪৫।

সর্বোচ্চ মার্গের যেসব আদর্শের কথা এসেছে, সেগুলো অবশ্যই পালনযোগ্য, বাস্তবায়নযোগ্য এবং সমগ্র মানবজাতির জীবনপরিক্রমাকে সুশৃঙ্খল করার নিশ্চয়তা প্রদানকারী। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে হিদায়াত প্রত্যাশা করে, তার জন্য এটি স্পষ্ট পথনির্দেশিকা; ঠিক যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল আল্লাহর নির্দেশিত প্রতিটি বিষয়ের বাস্তব রূপ। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা[২] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে সত্য ও যথার্থই বলেছেন—

فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ

আল্লাহর নবির চরিত্র ছিল আল-কুরআন।[৩]

এগুলো ছিল তার নবুওয়্যাতের সত্যতার, রিসালাতের পূর্ণতার উজ্জ্বলতর প্রমাণ!

মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম নেতা, নিজের সাথিদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। সংগত কারণেই তাঁর ভালোবাসা সাহাবা কিরামের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে আসন তৈরি করেছে; এমনকি প্রত্যেক সাহাবি তাঁর হৃদয়ে এই আশা লালন করতেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে যেন একটি কাঁটার আঁচড়ও না লাগে, বিনিময়ে অকাতরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা।[৪] এভাবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামের অনুভূতি ও হৃদয়ে বাস করেছেন। সাহাবা কিরামের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল তাঁর সত্যতার মজবুত প্রমাণ।

বহুরূপী কঠিন সমস্যার আছড়ে-পড়া উত্তাল তরঙ্গের মাঝে আমরা বর্তমানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা এবং তাঁর আদর্শের প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী!

---

[২] আবু বকর-তনয়া উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া ও আখিরাতের স্ত্রী। তিনি ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। আলিম সাহাবা কিরামের মাঝে তিনি ছিলেন অন্যতম। ৫৮ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। [*আল-ইসাবা ফিত তারজামাহ*, ইবনু হাজার আসকালানি, হাদিস : ১১৪৪৯; *উসদুল গাবাহ*, ইবনুল আসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৯১]

[৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১০৪, হাদিস : ১২৩৩; *সুনানু আবি দাউদ* : হাদিস : ১৩৪২; *সুনানুন নাসায়ি* : হাদিস : ১৬০১; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৬৪৫; তবে *মুসলিম শরিফের* বর্ণনায় বর্ধিত আছে—এর রাগে রাগান্বিত হন এবং এর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।

[৪] হজরত জায়েদ ইবনু দাসানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে বলেছিলেন—আল্লাহর কসম, আমি এটাও পছন্দ করি না, আমি ঘরে বসে থাকব আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবস্থানে কাঁটার আঁচড়ে আক্রান্ত হবেন। [*আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭২; *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২৭; *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, আস-সালেহি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৩১]

আমরা এই গ্রন্থে এমন প্রমাণগুলো উপস্থাপন করব, যেগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাতকে, তাঁর রিসালাতের পূর্ণতাকে, তাঁর ব্যক্তিত্বের বড়ত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করবে।

ফ্রান্সিস প্রাচ্যবিদ এমিল ডারমেঙ্গেম (Emile dermenghem)[৫] সুন্দর লিখেছেন—'প্রত্যেক নবির জন্য তাঁর রিসালাতের পক্ষে দলিল প্রয়োজন; এমন মুজিযা অপরিহার্য, যার দ্বারা তিনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।...আর কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রধান মুজিযা। ফলত, আজ পর্যন্ত কুরআন কারিমের বিস্ময়কর বর্ণনাপদ্ধতি ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনাশক্তি তিলাওয়াতকারীর হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম—যদি সে ইবাদতকারী মুত্তাকিও না হয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের মতো আরেকটি কুরআন তৈরি করার জন্য সমগ্র মানব ও জিনজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এই চ্যালেঞ্জ ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও তাঁর রিসালাতের ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণ।

নিঃসন্দেহে কুরআন কারিমের প্রতিটি আয়াত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিশেষ বিশেষ দিককে প্রমাণ করে—প্রচ্ছন্নভাবে হলেও। প্রতিটি আয়াতে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযা রয়েছে, এর পাঠ ও তিলাওয়াতে পাঠক আপাদমস্তক শিহরিত হয়। নিশ্চয় এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়নের ভেদ ও সফলতার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করা অপরিহার্য।'[৬]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জগতের রাসুল; তিনি মানবজাতিকে কল্যাণ, নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও সুখের পথে পরিচালিত করেছেন। আমরা সামনে সুচিন্তিতভাবে, জীবন্ত-প্রাণবান-গতিশীল মাধ্যমে, পরম আগ্রহে মানবতার হিদায়াতের বিষয়ে প্রাচ্যের ও প্রতীচীর আলিমদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

---

[৫] এমিল ডারমেঙ্গেম (emile dermenghem) একজন ফ্রান্সিস প্রাচ্যবিদ। তিনি আলজেরিয়া লাইব্রেরির পরিচালক ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ *হায়াতে মুহাম্মদ* গ্রন্থটি রচনা করেছেন ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে। প্রাচ্যবিদরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যত গ্রন্থ রচিত করেছে, সেগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে নির্ভুল তথ্যবহুল গ্রন্থ। এমনিভাবে *মুহাম্মদ ওয়াস সুন্নাতুল ইসলামিয়্যাত* ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। এর কয়েকটি আলোচনা আফ্রিকীয় পত্রিকা এবং ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অ্যানালাইসিসে প্রকাশিত হয়েছে। [*আল-মুসতাশরিকুন*, নাজিব আকিকি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৮]

[৬] *হায়াতু মুহাম্মদ*, এমিল ডারমেঙ্গেম : ১৯৫।

যেভাবে সাজানো হয়েছে গ্রন্থটি

আমাদের আলোচনাটি এমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সমৃদ্ধ, বর্তমানে আমরা যেগুলোর মুখাপেক্ষী; বরং বলা চলে, প্রতিটি যুগেই আমরা এর মুহতাজ। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের ব্যাপারে সকল যুগেই কিছু মানুষ হ্রাস-বর্ধন ও বিকৃতির অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যে কারণে হক ও বাতিল মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। ফলে সহনশীল মানুষেরা হয়ে পড়েছে হতভম্ব ও বিব্রত; বিশেষত প্রাচ্য বা প্রতীচীর যে মানুষেরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিপূর্বে শোনেনি।

সুতরাং এই আলোচনায় মুসলিমদের নবির পরিচয় নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হলে, তাঁর নবুওয়্যাতের সত্যতা প্রমাণিত করা হলে, তার উপকার ও সুফল কেবল মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা গোটা মানবজাতিকে পরিব্যাপ্ত করবে। কারণ, তার সিরাতকে সমগ্র জগতের পবিত্রতা ও পূর্ণতার উপযোগী করে সাজানো হয়েছে।

আশা করছি—আলোচনার প্রারম্ভেই সেই অবস্থানগুলোকে নির্ধারিতভাবে তুলে ধরব, যেগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও মনুষ্যত্বকে প্রমাণ করবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বিষয়ে আদ্যোপান্ত সবদিক সীমিতাকারে তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। কারণ, নবুওয়্যাতের ছাপ তাঁর জীবনের প্রতিটি অবস্থান ও আচরণ-বিচরণে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়। আর 'সীমিতকরণ' ব্যাপারটি সূক্ষ্ম অর্থে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি বিষয়কে এমনভাবে

পরিব্যাপ্ত করা বোঝায়, তাঁর নবুওয়্যাতপ্রাপ্তির প্রথম দিন থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোনো কিছুর রূপরেখা বাদ পড়বে না। এই নির্ধারণ ও সীমিতকরণ প্রকৃত অর্থে অসম্ভব; তাই আমি যথাসম্ভব এমন বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি, যেগুলোর সাথে আলোচ্য-বিষয়ের পরিষ্কার সম্পর্ক রয়েছে; শেষত এমন কিছু বিবরণই বিশদ করেছি, যেগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা এবং তাঁর রিসালাতের মহত্ত্বের বিষয়গুলোকে খুব ভালোভাবে পরিব্যাপ্ত করে।

তবে এ কথা বলারও অপেক্ষা রাখে না—এ আলোচনার উদ্দেশ্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত বর্ণনা নয়, বরং এই আলোচনার মৌলিক উদ্দেশ্য—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের মহৎ কিছু দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া, রহমত ও বদান্যতার চিত্র ফুটিয়ে তোলা, তাঁর নবুওয়্যাতের ওপর যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক প্রমাণ পেশ করা এবং সেগুলোকে শরয়ি দলিলের সাথে সমন্বয় করা; সাথে সাথে এমন সংশয়গুলোরও নিরসন করা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রতীচীয়দের পক্ষ থেকে যেগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। দলিল-প্রমাণ-অপ্রতুল সেসব আলোচনা এখানে আনিনি, যা আমার আলোচ্য বিষয়কে জোরালো করতে ব্যর্থ আর দুষ্ট বাহুল্যের দোষে।

গ্রন্থলিপিত আলোচনায় আমি যেসব বড় বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি, সেগুলোর অন্যতম হলো—এ বিষয়ে পাওয়া বিপুল উৎসসূত্র আর এর চোখধাঁধানো আধিক্য। এ বিষয়ে মুসলিম ওলামা কিরামের হাতে এত শত-সহস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে—বরং অমুসলিমদের হাতেও রচিত হয়েছে এত গ্রন্থ, মানুষমাত্র বিস্মিত হবে। যে গ্রন্থগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে বর্ণনা করেছে, তাঁর জীবনের প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে করেছে পরিব্যাপ্ত। যে গুণগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারও মাঝে ইতিপূর্বে পাওয়া যায়নি এবং কখনো পাওয়া যাবেও না। গ্রন্থ ও প্রামাণ্যসূত্রের এই আধিক্য আমাকে এ ব্যাপারে আস্থাশীল করেছে, দিয়েছে এগুলোর ওপর ভরসা করার প্রণোদনা। তবু ভরসার ক্ষেত্রেও পরিকল্পিত একটি পদ্ধতি ধরে আমি এগিয়েছি। পাঠক-জ্ঞাতার্থে তা জানিয়ে রাখছি—

১. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বড়ত্বের দিকগুলোতে, তাঁর নবুওয়্যাতের প্রমাণে, তাঁর রিসালাতের সত্যায়নে মৌলিকভাবে কুরআন কারিমের তথ্যের ওপর ভরসা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ও অর্থের মর্ম-উদ্ধারে নির্ভর করা হয়েছে আস্থাযোগ্য তাফসিরগ্রন্থগুলোর ওপর; যেমন : *তাফসিরে তাবারি, তাফসিরে ইবনু কাসির, তাফসিরে কুরতুবি*—রাহিমাহুমুল্লাহ আজমাইন। এমনিভাবে প্রয়োজন-অনুপাতে গ্রহণযোগ্য অন্যান্য তাফসিরগ্রন্থের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছে।

২. মুখ্যত সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হাদিসমূহের ওপর যথাসাধ্য ভরসা করা হয়েছে। সেগুলোর মাঝে অপরিহার্যভাবে প্রথম স্থানে রয়েছে—*সহিহুল বুখারি*, দ্বিতীয়

স্থানে রয়েছে—*সহিহ মুসলিম*। এরপর সুন্নাহর বড় বড় গ্রন্থসমূহ রয়েছে; যেমন :—*সুনানুত তিরমিজি, নাসায়ি, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ*, বাইহাকি ইত্যাদি। এমনিভাবে মুসনাদ গ্রন্থগুলোও রয়েছে, যেগুলোর প্রথম সারিতে রয়েছে—*মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল*—রাহিমাহুল্লাহ।

এই উৎসগুলো থেকে কেবল গ্রহণযোগ্য ও সহিহ সূত্রে বর্ণিত হাদিসমূহের ব্যাপারেই আস্থা রাখা হয়েছে। এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদিসের বর্ণনার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আলিমদের মূল্যায়নের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছে—যাদের মাঝে প্রাচীন ও সামসময়িক উভয় শ্রেণির আলিমগণই রয়েছেন। এ বিষয়ে আমি কেবল সেসব কথাকেই গ্রহণ করেছি, যেগুলো গ্রহণযোগ্য আলিম বা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে সহিহ মর্মে পড়েছি, বা কমপক্ষে গ্রহণযোগ্য মর্মে উত্তীর্ণ পেয়েছি।

৩. সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোর পর আসবে—মাগাজি, সিরাত, দালাইল ও শামাইলের গ্রন্থসমূহ। এসব বিষয়ে রয়েছে অনেক গ্রন্থ—গ্রন্থসমূহে অনেক অনেক কথা। কিন্তু এসবে লিপিত অনেক দুর্বল কথা এর আবেদনকে ব্যাহত করে—বরং অনেক কথার তো কোনো ভিত্তিমূলই পাওয়া যায় না। এজন্য আমার প্রয়াস ছিল—যথাসাধ্য সিরাতের এমন গ্রন্থ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা, যেগুলোতে সহিহ বর্ণনা গ্রহণ করার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে, যে গ্রন্থগুলোর লেখকগণ বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ক্ষেত্রে আপসহীন নীতিতে চলেছেন—দুর্বল বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন সহিহ বর্ণনাকে। পাশাপাশি সেসব সিরাতের গ্রন্থকেও আস্থাপূর্ণ বিবেচনা করেছি, যেগুলোতে হাদিসের গ্রহণযোগ্য ওলামা কিরাম বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী যুক্ত করেছেন এবং বর্ণনার সার্বিক দিক বিচার করেছেন।

৪. এই আলোচনায় আমি এমন সব দর্শন ও হাদিস উপেক্ষা করেছি, যেগুলোর বর্ণনার সার্বিক দিক-বিচার সম্পর্কে আমি জানতে পারিনি।

৫. দর্শন ও হাদিস উল্লেখ করার পর আমি সেগুলোর সূত্রে বিভিন্ন মন্তব্য ও টীকা সংযুক্ত করে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় ও আমাদের রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি নিয়ে আলোচনা করেছি। আর হাদিসের ওপর সংযুক্ত মন্তব্য বা টীকা কখনো হয়েছে আমার গবেষণামূলক আবিষ্কারের ফলে, কখনো হয়েছে আমার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, আবার কখনো হয়েছে এ বিষয়ে রচিত ওলামা কিরামের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। শেষোক্ত অবস্থায় যে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, আমি তার নাম উল্লেখ করে দিয়েছি।

আলোচ্যবিষয়-সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত একত্রিত করার পর সেগুলোকে তিনটি অধ্যায়ে সাজিয়েছি—

প্রথম অধ্যায় : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনন্য আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, এ অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে তা আলোচনা করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাতপূর্ববর্তী এবং পরবর্তী চরিত্র ও কামালিয়াত সম্পর্কে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ-বিচরণ নিয়ে, যেগুলোর গভীরতর সম্বন্ধ তাঁর সহধর্মিণী, সন্তানসন্ততি, সাথি এবং সৈন্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয় ও শেষ পরিচ্ছেদটি অন্যের অধিকারের প্রতি :—বড়দের অধিকার, নারীর অধিকার, শিশুর অধিকার—এমনকি প্রাণীর অধিকার সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সজাগ ও সচেতন দৃষ্টির আলোচনাসমৃদ্ধ—যেন সকলেই নবুওয়্যাতের মহত্ত্বের মৌলিকত্ব এবং সমগ্র সৃষ্টির সাথে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট আখলাকের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আলোচ্য-বিষয়ে এটিই মৌলিক অধ্যায়। অধ্যায়টিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রমাণাদির জন্যেই নির্ধারিত করেছি; প্রমাণাদি এত বেশি, সেগুলোকে গণনায় সীমাবদ্ধ করা দুষ্কর। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চেয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে ছয়টি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরস্থায়ী মুজিযা কুরআন কারিম নিয়ে আলোচনা করেছি, যা প্রতিদিন প্রমাণ করে—এটি রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ওহি—আসমানি প্রত্যাদেশ। এ পরিচ্ছেদে আমি অতি সংক্ষেপে কুরআন কারিমের বিভিন্ন প্রকারের মুজিযা নিয়ে আলোচনা করেছি :—শাব্দিক মুজিযা, বর্ণনাকেন্দ্রিক মুজিযা, বিজ্ঞানভিত্তিক মুজিযা, ঐতিহাসিক মুজিযা, অদৃশ্য-বিষয়ক মুজিযা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মুজিযা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে তিনটি শাখা থাকবে :—অদৃশ্যকেন্দ্রিক মুজিযা, বিজ্ঞানভিত্তিক মুজিযা ও বর্ণনাকেন্দ্রিক মুজিযা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে—কল্পনাতীত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব প্রসঙ্গ আলোকপাত করেছি, যেগুলো তিনি অকল্পনীয় উপায়ে সমাধান করেছেন; সাথে এও আলোচনা করেছি, আল্লাহ তাআলার কৌশলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে সেসব অজেয় অধ্যায় জয় করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দিক সম্পর্কে কথা বলেছি; সে দিকটি হলো—তাঁর জীবন ও স্বচ্ছতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি বিকৃতি সত্ত্বেও পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার উল্লেখ নিয়ে।

ষষ্ঠ ও শেষ পরিচ্ছেদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাতের সত্যতার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেছি :—প্রথম রাব্বুল আলামিনের সাক্ষ্য, তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য, তাঁর শত্রুদের সাক্ষ্য এবং পরিশেষে প্রকৃতির সাক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদে অমুসিলমদের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের বিষয়ে আলোচনা করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পূর্ববর্তী রিসালাতগুলো সম্পর্কে। পূর্ববর্তী রিসালাতগুলোর ব্যাপারে কুরআন কারিমের বার্তা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অমুসলিমদের সাথে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ-বিষয়ক আলোচনা করেছি। এ আচরণসম্বলিত আলোচনা বিস্তারিত হয়েছে—নবিজির মাক্কি-জীবনের অসহায় ও পীড়িতপ্রাকার জীবনের অধ্যায় থেকে মদিনার হিজরত-জীবন ও তৎপরবর্তী ইসলামি সালতানাতে তাঁর নেতৃত্বের সমাসীন-কাল পর্যন্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি ইহুদি-খ্রিষ্টান-মুশরিক বা অমুসলিমদের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি বিষয়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কাফিরদের বিরুদ্ধে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচালিত যুদ্ধের আলোচনা করেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোতে যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন; এতে দেখানো হয়েছে—নবিজি যুদ্ধ-ইচ্ছুক, রাজ্যজয়ী বা সীমানা-দখল-অভিলাষী কোনো সমরনায়ক ছিলেন না; নানান প্রেক্ষাপট তাঁকে বাধ্য করেছিল যুদ্ধে জড়াতে; এরপরও এসব যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মহানুভব চরিত্রবলে ছিলেন সফল—ক্ষমা ও সহনশীলতার অমলদীপ্ত মাধুরীতে।

পঞ্চম ও শেষ পরিচ্ছেদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সৃষ্ট সংশয় ও সেগুলোর নিরসন উল্লেখ করেছি।

মৌলিক আলোচনা শেষ করার পর উল্লেখ করেছি সেসব গ্রন্থ ও প্রামাণ্যসূত্র, যেখান থেকে সহযোগিতা নিয়ে আমার আলোচনা বিবৃত; সেগুলোকে আমি বিষয়ভিত্তিক

শ্রেণীবিন্যাস করেছি। সূত্রগ্রন্থগুলোকে সাজিয়েছি গ্রন্থপ্রণেতাদের নামের অক্ষরের দিকে লক্ষ করে—আলিফ-লাম যুক্ত করা ছাড়াই, যেন উদ্দিষ্ট সূত্র পর্যন্ত খুব সহজেই পৌঁছা যায়। প্রতিটি সূত্রগ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের পুরো নাম উল্লেখ করেছি। এমনিভাবে যথাসাধ্য উল্লেখ করেছি গ্রন্থের সংস্করণ ও প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান-অবস্থিত শহর, প্রকাশের বছর ও সংস্করণের সংখ্যাও; উপরন্তু, পেয়ে থাকলে উল্লেখ করেছি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের মুহাক্কিক আলিম বা অনুবাদকদের নামও।[৭]

এগুলো তো আছেই, সাথে সাথে এই আলোচনাকে এমন কিছু বিষয় দিয়ে সমৃদ্ধ করেছি, যেগুলো এর মূল্যমান বাড়িয়েছে অনেকগুণ, সমৃদ্ধ করেছে এর উপাদানকে, সহজ করেছে এর বোধগম্যতা ও অন্বেষণপদ্ধতি; সাঁটকথা হলো, এতে যুক্ত করেছি কিছু চিত্র, মানচিত্র আর কিছু গ্রাফিক্স-ডিজাইন। বিরল শব্দগুলোর ব্যাখ্যা যেমন লিপিবদ্ধ করেছি, তেমনি সংযুক্ত করেছি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তও।

এমনিভাবে প্রাচ্যবিদ এবং প্রাচ্যের ও প্রতীচীর বিজ্ঞজনদের অনেক বাণী সংযোজন করে বিষয়টি সমৃদ্ধ করেছি, যেন সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে গ্রন্থটি শক্তিশালী প্রামাণিকতা পায়। এমন কিছু কবিতার পঙ্‌ক্তিও যুক্ত করেছি, যেগুলো মুসলিম কবিগণ আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে রচনা করেছেন; সাথে সাথে যুক্ত করেছি আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পশ্চিমা কিছু নীতিবান বিজ্ঞজনদের সাক্ষ্যগুলোও।

আলোচনার শেষে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য-বিষয়কে সহজ করার জন্য—কোন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে—তার কিছু তালিকাও তৈরি করেছি; তদুপরি স্বাভাবিক অনুসরণীয় সূচিপত্রের সাথে সাথে তৈরি করেছি কুরআন কারিমের আয়াতসমূহ, নবিজির হাদিসসমূহেরও সূচি। এমনিভাবে এই গ্রন্থে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম বারংবার উল্লেখ হয়েছে, তাঁদের নাম দিয়ে পৃষ্ঠা-নাম্বারসহ একটি সূচিও তৈরি হয়েছে; এমনকি পূর্বে যাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছি, বাদ পড়েনি তাঁদের নামও। উল্লেখ করেছি বিভিন্ন স্থান, শহর, সেগুলোর চিত্র, মানচিত্র ও ডিজাইনের সূচিও।[৮]

পরিশেষে আমাদের মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও যে সমস্ত সুমহান মর্যাদা, হিকমতপূর্ণ কথা বা গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি বিধান অসতর্কতাবশত লিপিবদ্ধ

---

[৭] মূল বইয়ে এ সকল গ্রন্থের তালিকা থাকলেও বাংলা অনুবাদে এগুলো যোগ করা হয়নি। কারণ, সেই তালিকা অতি দীর্ঘ। এ ছাড়া বইয়ের প্রতিটি টীকাতেই সে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।—নিরীক্ষক।

[৮] মূল বইয়ের শেষে লেখক বইয়ে উল্লেখকৃত আয়াত, হাদিস, জীবনী, মানচিত্র ইত্যাদির বিস্তারিত তালিকা যোগ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকের জন্য তা অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় তা যোগ করা হয়নি।—নিরীক্ষক।

হয়নি, আর তাতে যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে অসংগতি, তাহলে সে বিষয়ে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। কেননা, অসম্পূর্ণতাই মানুষের প্রকৃত স্বভাব, আর প্রকৃত পূর্ণতা কেবল আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত।

আমার সান্ত্বনা, ইমাদ ইসপাহানির[৯] সত্যনিষ্ঠ কথায়; তিনি বলেছিলেন—

'মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করে কাল সদ্বিধ বদনে বলে—আহা, এ স্থানটি পাল্টালে বেশ হতো, ওখানে আরেকটু বাড়ালে—সুন্দর; এটাকে আগে নিয়ে এলেও পারতাম, ও-কথাটা কেন যে রয়ে গেল!

এটিই সবচেয়ে বড় শিক্ষা—মানুষকুলের অসম্পূর্ণতার মস্ত-অকাট দলিল।[১০]

[৯] ইমাদ ইসপাহানি। তার পুরো নাম—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু সফিউদ্দিন মুহাম্মদ। তিনি ইসপাহানে জন্ম গ্রহণ করেছেন, বাগদাদে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং নুরুদ্দিন সালতানাতের সময়ে দিওয়ানুল ইনশা নির্মাণ ব্যুরোতে কেরানি কাজ করেছেন। তারপর সালাহুদ্দিনের সাথে যুক্ত হয়েছেন। তার রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে *খারিদাতুল কাসরি* এবং *আল-ফাতহুল কুসসিয়্যিল কুদসি* অন্যতম। তিনি দামেশক বসবাস করতেন। ৫৯৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। [*সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/২১৪]

[১০] *আবজাবদুল উলুম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০।

— প্রথম অধ্যায় —

নবিজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মানুষ ছিলেন

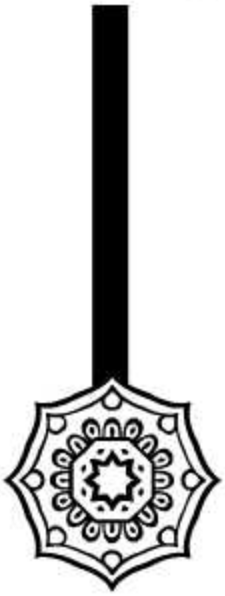

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মানুষ ছিলেন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র এত উন্নত ছিল, কোনো উচ্চতাই তাঁর সমতুল্য নয়, হতে পারারও নয়। অর্থ ও মর্মগতভাবে তিনি সত্যিকারার্থেই ছিলেন মানুষ শব্দের পূর্ণ ধারক। বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাঁর নবুওয়্যাত ও রিসালাতের জন্য এমন মানুষকে নির্বাচন করেন, যাঁরা খাইরুল বাশার—শ্রেষ্ঠ মানব :—যাঁরা জ্ঞানে সবচেয়ে পূর্ণ, প্রাণে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী; আত্মায় সবচেয়ে জ্যোতির্ময় আর দায়িত্বভার-বহনে সবচেয়ে সততাবান।

নবিগণ (সবার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নির্বাচিত। সেমতে আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক উচ্চচূড় মিনার, জাহালাতের তিমির তমসায় উদ্ভ্রান্ত প্রতিটি মানুষ যা দেখে পথ খুঁজে পায়। তাঁর চরিত্র অনাগাল পাহাড়ের উঁচু, আর লেনদেন পাশ দিয়ে বয়ে-চলা এক স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সলিলা যেন।

নিচের পরিচ্ছেদগুলো হতে আমরা সত্বর বিষয়গুলো জানতে পারব—

প্রথম পরিচ্ছেদ : নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেমন ছিলেন রাসুল

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম আলোচনা : নবিজির উত্তম চরিত্র

দ্বিতীয় আলোচনা : নবিজির সত্যতা

তৃতীয় আলোচনা : নবিজির রহমত

চতুর্থ আলোচনা : নবিজির ইনসাফ

পঞ্চম আলোচনা : নবিজির অনুগ্রহ

ষষ্ঠ আলোচনা : নবিজির বীরত্ব

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতে অবগাহনকারী ব্যক্তি তাঁকে পাবে অকৃপণ ঝরনার বহমানতায়; মানবমহত্ত্বের সর্বপ্রকারের জন্য যিনি অনুপেক্ষ সমৃদ্ধ এক উৎস। আর এমন হবেই না-বা কেন! তাঁকে তো আল্লাহ তাআলা সমগ্র বনি আদমের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন, তাঁর মাধ্যমে মোহর এঁটে দিয়েছেন নিজের নবি এবং রাসুলদের আগমন-ধারাবাহিকতায়। তাঁর জীবন ছিল সবচেয়ে বেশি জ্যোতির্ময়। মানবতা নিজের সূচনাতেই, সৃষ্টির প্রথম সকালেই তাঁকে চিনে নিয়েছিল; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কারণে হয়েছেন আল্লাহর এই বাণীর অধিকারী—

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সুরা কলাম, আয়াত : ৪]

তাঁর উত্তম চরিত্র ছিল তাঁর নবুওয়্যাতের প্রমাণ; ফলে দেখা গেছে, স্বচক্ষে তাঁর মহান চরিত্র প্রত্যক্ষ করার পর বা তাঁর তিরোধানের পর তাঁর মহান চরিত্রের বিষয়টি অধ্যয়ন করে কিংবা শুনে অগণিত মানুষ ঈমান গ্রহণ করেছে। তাঁর চরিত্র ছিল বাস্তবানুগ— উত্তম চরিত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে যা জ্যোতির্ময় হয়ে ফুঠে উঠেছে।

সামনের আলোচনাগুলোতে আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্বের কিছু দিক জানতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম আলোচনা

নবিজির উত্তম চরিত্র

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উত্তম আদর্শ-উপমা। প্রতিটি বিষয়ে তাঁকে অনুকরণীয় মানা যায়। তাঁর চরিত্র—ব্যক্তি ও দল, সবার জন্য অনুসরণীয় উপমা; তাঁর নবুওয়্যাতের সপক্ষে রয়েছে মজবুত প্রমাণ; ফলে ইলাহি পদ্ধতিতে তিনি অস্তিত্বহীন এক জাতির মজবুত অবকাঠামো তৈরি করতে সফল হয়েছিলেন; প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন এমন সভ্যতা, পৃথিবী কোনো সময় এর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। এই সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে চরিত্রের মানদণ্ডে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

আমি প্রেরিত হয়েছি, উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য।[১১]

[১১] *আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম*: ৪২২১, তিনি বলেছেন—হাদিসটি মুসলিমের শর্তে সহিহ, তবে তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেননি। ইমাম জাহাবিও অনুরূপ বলেছেন। *সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি: ২০৫৭১। আল্লামা আলবানিও হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। সিলসিলাতুস সহিহাহ, হাদিস নাম্বার : ৪৫।

নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট—আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সুরা কলাম, আয়াত : ৪]

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর নবির ব্যাপারে এই মহান সাক্ষ্য প্রমাণ করে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তাঁর চরিত্র ছিল মহান; ফলত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জাতির মাঝে সাদিক বা সত্যবাদী, আল-আমিন বা বিশ্বস্ত উপাধিতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কেউ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে মিথ্যা বা দুর্নীতির অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস করতে পারেনি; বরং তাঁর জাতি মানুষকে তাঁর কাছ থেকে ফেরাতে এমন সব অপবাদ আরোপ করেছে, যেগুলোকে চারিত্রিক দুর্বলতা বলা চলে না; যেমন : পাগল, জাদুকর অপবাদের আরোপ।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল সত্তাগত মহান চরিত্রের গুণে গুণান্বিত করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন—কাফিরদের পক্ষ থেকে নবিজির ওপর আরোপিত পাগল বা জাদুকর দোষের সাথে এমন মহান চরিত্রের মিশ্রণ ঘটতে পারে না আর তা নেইও; তাই বুঝে নিতে পারি, কোনো মানুষ মহান চরিত্রের অধিকারী হবেন মানে তিনি অবশ্যই ছল ও উন্মাদনা থেকে দূরে।[১২]

সাহাবা কিরামের পূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে অনেক শত্রু বিমোহিত হয়েছে, পরবর্তীতে যা তাঁদের ইসলাম গ্রহণের মহাসৌভাগ্যও হয়েছে। আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামসময়িক উম্মানের রাজা জুলান্দিকে[১৩] দেখব। লোকটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে বিমুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—

> আমি এই নিরক্ষর নবির ব্যাপারে জানতে পেরেছি। তিনি কোনো ভালো কাজের নির্দেশ প্রদান করলে নিজে তাঁর ওপর আমল করতেন। কোনো মন্দ কাজ থেকে বারণ করলে বিরত থাকতেন আগে নিজে। তিনি বিজয়ী হলে

---

[১২] *তাফসিরে রুহুল মাআনি*, শিহাবুদ্দিন আলুসিকৃত, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ২৫ (সামান্য পরিবর্তনকৃত)

[১৩] জুলান্দি ছিলেন উম্মানের রাজা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে হজরত আমর ইবনুল আসের মাধ্যমে তার কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। [*আল-ইসাবা*, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৩৮, জীবনী নং : ১২৯৮]

> অহংকারে উল্লাস করতেন না, দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন না পরাজিত হলে। অঙ্গীকার পূর্ণ করতেন, সম্পন্ন করতেন প্রতিশ্রুত বিষয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সত্য নবি।'[১৪]

তাঁর মহান চরিত্রের আরেকটি দিক হলো—তাঁর প্রতিটি চারিত্রিক গুণ ছিল সুসংহত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। এক গুণ অপর গুণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। তাঁর ধৈর্য ছিল বীরত্বের মতোই, তাঁর আমানত ছিল অনুগ্রহের ন্যায়ই, তাঁর সত্যতা ছিল সহনশীলতার অনুরূপ। তাঁর চরিত্রের মাঝে এমন কোনো দিক আমরা পাই না, যেখানে অসংগতভাবে একটি দিককে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়েছে আরেকটি দিকের তুলনায়। প্রিয় পাঠক, বাস্তব জীবনে এমন ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্রের বাস্তব চিত্র আপনি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোনো মানুষের মাঝে পাবেন না।[১৫]

জার্মানি কবি জোতা বলেছেন—

> মনুষ্যজাতির জন্য আমি ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব অন্বেষণ করলাম। সেই ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেলাম নবিয়ে আরাবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে।[১৬]

কুরআন কারিমই ছিল প্রধানতম উৎসধারা, যেখান থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চরিত্র গঠন করেছেন। ফলে তাঁর সৃষ্টিগত অনুপম চরিত্র পূর্ণরূপে অনন্যতা পেয়েছে, সভ্যতার সৌন্দর্য আরও সুন্দরতম হয়েছে; যা সাধিত হয়েছিল—প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে নবিজির নিবিষ্ট ও সুব্রতী হওয়া এবং প্রতিটি সৎকাজে সৎ পথনির্দেশ প্রদান করার মাধ্যমে। একসময়ে এমন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি, যেন জমিনে চলমান এক মাটির মানুষ—কর্মকথায় ভাস্বর বাস্তব কুরআন হয়ে।

হজরত সাআদ ইবনু হিশাম ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন উম্মুল মুমিনিন আম্মাজান হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন জবাবে তিনি বললেন—'তুমি কি কুরআন পড় না?' হজরত সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'অবশ্যই পড়ি।' হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—

فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ

আল্লাহর নবির চরিত্র ছিল কুরআন।[১৭]

---

[১৪] *আশ-শিফা*, কাজি আয়াজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৮।

[১৫] *মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ*, মুহাম্মদ আস-সাদিক আরজুন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১১-২১২।

[১৬] *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারাব*, সিগ্রিড হোনকাহ : ৪৬৫।

অন্য বর্ণনায় আছে, হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—

فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ

নিশ্চয় আল্লাহর রাসুলের চরিত্র ছিল কুরআন।[১৮]

তারপর বললেন, তুমি তো সুরা মুমিনুন পড়, তাহলে পড়তে থাকো—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ، اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ.

১. মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে; ২. যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র; ৩. যারা অনর্থক কথাবার্তার ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত; ৪. যারা জাকাত প্রদান করে থাকে; ৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে; ৬. তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না; ৭. অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমলঙ্ঘনকারী হবে; ৮. যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে; ৯. যারা তাদের নামাজসমূহের খবর রাখে, ১০. তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে।

পড়তে পড়তে যখন তিনি দশ নাম্বার আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'এমনই ছিল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র।[১৯]

হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের কত সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন!

---

[১৭] *সহিহ মুসলিম, হাদিস:*৭৪৬; *সুনানু আবি দাউদ,* হাদিস : ১৩৪২; *সুনানুন নাসায়ি,* হাদিস : ১৬০১; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৬৪৫।

[১৮] *সুনানু আবি দাউদ,*হাদিস : ১১৪৪।

[১৯] *মুস্তাদরাক লিল হাকিম,* হাদিস : ৩৪৮১।

ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে নবিজি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনের ভিত্তি ছিল—উত্তম চরিত্র; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের প্রারম্ভিক যুগ থেকে আরবরা ইসলামের ব্যাপারে এমনটিই উপলব্ধি করেছে। নবিজি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু শাইবান ইবনু সালাবার প্রতিনিধিদলের সামনে—যাদের মাঝে মাফরুক ইবনু আমর, মুসান্না ইবনু হারিসা, হানি ইবনু কুবাইসা এবং নুমান ইবনু শারিকও ছিলেন—আল্লাহ তাআলার এই বাণীগুলো তিলাওয়াত করলেন—

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

আপনি বলুন, এসো, আমি তোমাদের ওইসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা হলো—আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না—আমি তোমাদের ও তাদের আহার দিই; প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না; যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না—কিন্তু ন্যায়ভাবে (তা করতে পার)। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝতে চেষ্টা কর। [সুরা আনআম, আয়াত : ১৫১]

তখন মাফরুক বললেন—এটা কোনো জমিনবাসীর কথা হতে পারে না। যদি বাস্তবেই এ কথা কোনো জমিনবাসীর হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা জানতাম। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন; বারণ করেন অশ্লীলতা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। [সুরা নাহল, আয়াত : ৯০]

তখন মাফরুক বললেন—হে কুরাইশি, আপনি তো উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কাজের প্রতি আহ্বান করলেন। আর সে জাতিকে সত্য থেকে অপসারণ করা হয়েছে, যারা আপনাকে মিথ্যারোপ করেছে এবং আপনার প্রতি চড়াও হয়েছে।[২০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তম চরিত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন—এ বিষয়টি তাঁর অনেক কথা ও হাদিসে উঠে এসেছে। যেমন : আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন—

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ

> মুমিনদের মাঝে সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, যার চরিত্র সুন্দর এবং যে পরিবারের প্রতি বিনম্র।[২১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই চরিত্রমাধুরী কোনো জাতি বা দলের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর প্রতিটি আচরণ-বিচরণে তাঁর মহান চরিত্র উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি নিজের সাহাবা কিরামের সাথে অধিকহারে মিশতেন, তাদের থেকে কখনো দূরে অবস্থান করতেন না; গরিবদের বৈঠকে বসতেন, নিঃস্বদের ব্যাপারে সদয় হতেন। একজন দাসীও তাঁর সঙ্গে মদিনার প্রধান প্রধান পথগুলো ধরে যেথায় ইচ্ছা যেতে পারত। রোগীর শুশ্রূষা করতেন, জানাজায় অংশগ্রহণ করতেন; সাহাবা কিরামের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, সাহাবা কিরামও তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করতেন; তিনি এসব অবস্থায় সর্বদা মুচকি মুচকি হাসতেন, খুশি বণ্টন করতেন, হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তিনি নিজের উম্মাহর প্রতি সর্বোচ্চ দয়ার্দ্র ছিলেন। যদি তাঁকে দুটি বিষয় গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা হতো, তাহলে তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন—যদি তাতে কোনো পাপ না থাকে; যদি তাতে কোনো পাপ থাকে, তাহলে তা থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। তিনি অধিকহারে ক্ষমা করতেন—এমনকি যে ব্যক্তি তার ওপর চূড়ান্ত পর্যায়ের জুলুম করত, তাকেও তিনি ক্ষমা করতেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র নিজের বাড়িতে যেমন মহান ছিল, অমুসলিমদের সাথে অনুষ্ঠিত আচরণ-বিচরণেও তিনি ছিলেন ঠিক তেমনই মহানুভব; তাঁর চরম শত্রু ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ নম্র ও কোমল

---

[২০] *দালাইলুন নবুওয়্যাহ*, বাইহাকি : হাদিস : ৬৯৫; *উসদুল গাবাহ*, ইবনুল আসির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৬৪; *মারিফাতুস সাহাবাহ*, আবু নাইম ইসপাহানি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৬৪২; *আর-রওজুল উনুফ*, আস-সুহাইলি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭; *উয়ুনুল আসার*, ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০২-২০৩।

[২১] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস: ২৬১২; ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস : ২৪২৫০, ২৪৭২১, আল্লামা শুয়াইব হাদিসটিকে সহিহ লিগাইরিহি বলেছেন।

আচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। উদাহরণত উল্লেখ্য—হজরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফির থাকা অবস্থায় মুশরিকদের সর্বোচ্চ নেতা হওয়া সত্ত্বেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সুন্দর চরিত্র অবলোকন করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার প্রাক্কালে তিনি বলেছেন—

والله إنك لكريم ، ولقد حاربتك فنعم محاربي كنت ، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت ، فجزاك الله خيرا .

আল্লাহর কসম, অবশ্যই আপনি সুসভ্য। আপনার সাথে আমি যুদ্ধ করেছি, আপনিই ছিলেন আমার-দেখা সবচেয়ে সুন্দর বিপক্ষ যোদ্ধা। পরে আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি, আজ আপনিই সর্বোত্তম নিরাপত্তা প্রদানকারী। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।[২২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রকে আমরা অল্প কয়েক পৃষ্ঠায় প্রবিষ্ট করতে পারব না; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র অনেক মুসলিম ও অমুসলিমেরও প্রশংসার বিষয় হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম ম্যুর[২৩] (১৮১৯-১৯০৫) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

তাঁর গোটা জীবনপরিক্রমাই ছিল সহজ-সরল। তাঁর সর্বনিম্ন অনুসারীর সাথেও তিনি সর্বোচ্চ রুচিবোধ ও সভ্যতাময় আচরণ করতেন। বিনয়-মমতা-ধৈর্য, আত্মত্যাগ আর দানশীলতা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অনিবার্য গুণাবলি, যা তাঁর নিকটস্থ প্রতিটি মানুষের ভালোবাসা আকর্ষণ করে নিত প্রচণ্ডভাবে। এমন কখনো শোনা যায়নি, সামাজিক অবস্থানে সর্বনিম্ন লোকটির দাওয়াত কখনো তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বা নেহাতই তুচ্ছ কোনো উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোনো বৈঠকে নিজেকে উঁচু করে ধরার বা প্রকাশ করার কোশেশ কখনোই করতেন না। কেউ কখনো এমন অনুভব করেনি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সে কোনো বিশেষ জন নয়—হোক সে লোকটি দেখতে খুব সাদামাটা, বিবরণতুচ্ছ তার গড়ন। যখন সফলতায় ভাস্বর কোনো আনন্দিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ

[২২] *মারিফাতুস সাহাবা*, আবু নুয়াইম ইসপাহানি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫০৯।

[২৩] উইলিয়াম ম্যুর। ইংলিশ ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তার উপস্থিতির সময় থেকে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করতেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র নিয়ে পড়াশোনা করতেন। তিনি এডিনবার্গ এবং গ্লাসগোর দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পাঠদান করেছেন এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন।

> করতেন, তার হাত ধরে থেকে আনন্দ ভাগাভাগি করার চেষ্টা করতেন; আবার যখন বিপদগ্রস্ত চিন্তিত কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তার কষ্টে শরিক হতেন ও সুন্দরভাবে সান্ত্বনা প্রদান করতেন। কষ্টের সময় মানুষের পাশে সর্বশক্তি বিলিয়ে সহযোগিতা করতেন। তিনি সর্বদা তাঁর পার্শ্বস্থ মানুষের আরাম-আয়েশ এবং তাদের সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।[২৪]

আমাদের এই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়েই আমরা গর্ব করি; এমনকি গোটা মানবজাতি আমাদের সাথে তাঁকে নিয়ে গর্ব করে। যথার্থ অর্থেই তাঁর চরিত্র ছিল—'আল-কুরআন'।

[২৪] *হায়াতু মুহাম্মদ*, উইলিয়াম ম্যুর; সাইদ হাবির সূত্রে : ১৪৭।